POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর ,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ,সর্বজ্ঞানী।
(আল আরাফ: ২০১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 48

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 1 ডিসেম্বর, 2022 6 জামাদিউল আওয়াল সানি 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা দান, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ ও গুরুত্ব

২৩০৫) হযরত হাকীম বিন হাযযাম (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি বললাম হে রসুলুল্লাহ! আপনি তো সেই সব বিষয়ে অবগত আছেন যেগুলির দ্বারা আমি অজ্ঞতার যুগের পাপ স্খলন করতাম। অর্থাৎ সদকা দান কিম্বা ক্রীতদাস মুক্ত করা কিম্বা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। সেই সব কাজ থেকেও কি কোনও পুণ্য লাভ হবে? নবী (সা.) বললেন, সেই সব অতীতের পুণ্যের সুবাদেই তো তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে পেরেছো।

১৪৩৬) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ বলেছেন,'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সদকা করা আবশ্যক। লোকেরা বলল,'হে আল্লাহ্‌র নবী! যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না?' তিনি (সা.) বললেন,'সে নিজ হাতে পরিশ্রক করুক, নিজেও কাজে লাগাক এবং সদকাও দান করুক।' তারা বলল,'যদি এমনটিও সম্ভব না হয়? তিনি (সা.) বললেন,' অভাবীরা বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করুক।' তারা বলল,'যদি এও সম্ভব না হয়?' তিনি উত্তর দিলেন,' তাদের উচিত সৎ কর্ম সম্পাদন করা এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকা ,এটিই তার জন্য সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে।'

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল যাকাত)

শিশুদের প্রহার করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ বদেমেজাজি প্রহারকারী হেদায়াত এবং প্রতিপালন গুণের ক্ষেত্রে নিজে অংশীদার হতে চায়। হেদায়াত ও প্রকৃত তরবীয়ত খোদার কাজ। আমি নিজের জন্য দোয়া করি, এরপর নিজ সন্তান ও পরিবারের জন্য দোয়া করি। এরপর আমি আমার নিষ্ঠাবান বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী এবং সেই সব মানুষদের জন্য জন্য দোয়া করি যারা এই জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

শিশুদের প্রহার করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

একবার এক ব্যক্তি তার শিশুকে প্রহার করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাকে ডেকে অত্যন্ত বেদনাতুর ভাষায় বলেন-

"আমার মতে শিশুদের প্রহার করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ বদেমেজাজি প্রহারকারী হেদায়াত এবং প্রতিপালন গুণের ক্ষেত্রে নিজে অংশীদার হতে চায়। একজন রাগী স্বভাবের মানুষ যখন কাউকে কোনও কারণে শাস্তি দেয় তখন তার ক্রোধ বৃদ্ধি পেতে পেতে ক্রমে তার আচরণ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। আর অপরাধের তুলনায় মাত্রারিক্ত শাস্তি দিয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি আত্মাভিমানী , সংযমী, পূর্ণ ধৈর্যশীল, দয়ার্দ্র চিত্ত, শান্ত ও ধীর হয় , সে কোনও উপযুক্ত সময় দেখে শিশুকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখে বা চোখরাঙানি দিতে পারে। কিন্তু বদমেজাজী, অসহনশীল এবং অবিবেচক ব্যক্তি কখনই শিশুদের তরবীয়তের জন্য উপযুক্ত নয়। যতটা শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তার পরিবর্তে তারা যদি দোয়ায় রত হত আর সন্তানের জন্য বিগলিত হৃদয়ে দোয়া করার অভ্যাস গড়ে তুলত! নিঃসন্দেহে সন্তানের পক্ষে পিতামাতার দোয়া বিশেষভাবে গৃহীত হয়।"

হুযুর (আ.) -এর কতিপয় দোয়া

আমি নিয়ম করে প্রতিদিন কয়েকটি দোয়া করে থাকি। প্রথমত নিজের জন্য দোয়া করি যে, হে খোদা তা'লা! আমার দ্বারা সেই কাজ নাও যার দ্বারা তোমার সম্মান ও প্রতাপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এবং স্বীয় সন্তুষ্টির পূর্ণ তৌফিক দান কর।

দ্বিতীয়ত, নিজ পরিবারের জন্য দোয়া চাই যে, তাদের থেকে যেন নয়নের স্নিগ্ধতা অর্জিত হয়। আর তারা আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হয়।

তৃতীয়: অতঃপর আমি নিজ সন্তানদের জন্য দোয়া করি যেন তারা সকলে ধর্মের সেবক হয়।

চতুর্থ: অতঃপর আমি আমার নিষ্ঠাবান বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীদের জন্য দোয়া করি।

পঞ্চম: সেই সব মানুষদের জন্য দোয়া করি যারা এই জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদেরকে আমি চিনি বা না-ই চিনি।

সন্তানের তরবীয়ত

এমন ব্যক্তির জন্য পীর ও ধর্মগুরু সেজে বসা অবৈধ যে নিজের অনুসারীর প্রতি এক মুহূর্তের জন্যও উদাসীন হয়। হেদায়াত ও প্রকৃত তরবীয়ত খোদার কাজ। অবিরাম বকাঝকা করা এবং কোনও বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা অর্থাৎ কথায় কথায় শিশুদের বাধা দেওয়া, ভর্ৎসনা করা থেকে প্রকাশ পায় যে আমরা যেন হেদায়াতের মালিক আর আমরা তাকে নিজের ইচ্ছেয় নিজেদের পথে পরিচালিত করতে চাই। এটা এক প্রকার গোপন শিরক, আমাদের জামাতের উচিত এর থেকে বিরত থাকা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন- "আমাদের মাদ্রাসায় যে সমস্ত শিক্ষকের শিশুদের প্রহার করার অভ্যাস রয়েছে আর তারা এই অনুচিত কাজ থেকে বিরত হয় না, তাদেরকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা উচিত। আমি আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করি আর লক্ষ্য রাখি যেন তারা মূল নীতি অনুসরন করে এবং শিষ্টাচারের শিক্ষা মেনে চলে, এর থেকে বেশি নয়। এরপর খোদা তা'লার উপর পূর্ণ আস্থা রাখি। যেমনটি কারো মধ্যে পুণ্যের বীজ থাকবে যথাসময়ে তা প্রস্ফুটিত হবে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২০)

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ওয়াকফে নও আতফালদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ক্লাস।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, অনেক মানুষ আছেন যারা নিজেরাও পুণ্যবান আর তাদের সন্তানদের তরবীয়তও করেন, তা সত্ত্বেও তাদের সন্তানেরা পুণ্যবান হয় না। এমনটি কেন হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এমন হয়ে থাকে। হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলেও বিপথে চলে যায়। হযরত নূহ ঝড় আরম্ভ হওয়ার পর খোদা তা'লার কাছে অনুনয় করেন যে, তিনি তার পরিবারকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খোদা তা'লা বলেন, সে অবাধ্য ছিল, এই কারণে সে ডুবেছে। এমন মানুষ তোমার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রত্যেকে বিষয়ে প্রত্যাশা থাকে। বর্তমানে গবেষণা করা হয় আর বলা হয় যে আশাব্যঞ্জক ফল এসেছে। এটি একশ শতাংশ সফলতা আসে না। একে একে দুইয়ের মত এটি কোন গণিত সমাধান করা নয়। সাধারণতা পুণ্যবান ব্যক্তিদের সন্তানেরা ভালই থাকে, কিন্তু অনেক সময় ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা দানকারী যদি ভাল থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত সঠিক থাকে- অনেক সময় আবার এমনও হয় যে, মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ উত্তম মানের হয়ে থাকে, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে; কিন্তু বাড়িতে তাদের আচার আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করে। কেবল একটি পুণ্য করলে, কিম্বা কেবল নামায পড়লেই সব কিছু ঠিক হয় না। সমস্ত পুণ্য একত্রিত হলে তবেই তাকে তাকওয়া বলে। এই তাকওয়ার মানের পরিণামে শিক্ষা-দীক্ষাও ভাল হবে, তাদের সন্তান-সন্ততিও ভাল হবে। হযরত নূহ (আ.) পুণ্যকর্ম করেছিলেন; কিন্তু সেখানেও ব্যতিক্রম কাজ করে।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, এক রাজনীতিক নেতা কেবল এই কারণে দলত্যাগ করেছে যে, সে মহিলাদেরকে সালাম করে নি এবং করমর্দন করে নি।

হুযুর বলেন: চেষ্টা করুন যাতে মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করতে না হয়। যদি বাধ্যবাধকতা থাকে আর পূর্বেই না জানানো হয়, এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় মহিলা যদি নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়, তবে উপায় নেই। হুযুর নিজের পন্থা বর্ণনা করে বলেন, যে এমন পরিস্থিতিতে তিনি পূর্বেই জানিয়ে দেন। ডেনমার্কে এক মহিলা রাজনীতিক সম্ভবত ভুল করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হুযুর বলেন, এমন পরিস্থিতিতে আমি ঝুঁকে যাই যার ফলে সে বুঝে যায়। সেই ভদ্রমহিলার বিষয়টি খারাপ ঠেকেছে, কিন্তু অপর এক ডেনিশ মহিলা বলেন, প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ ও ঐতিহ্য রয়েছে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

এক সংবাদ প্রতিনিধিকে সাক্ষাতকার দেওয়ার সময় তাকে বলে দেওয়া হয় যে, করমর্দন না করার মধ্যে নারীর সম্মান নিহিত রয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, একদিকে পর্দা ও লজ্জাশীলতার আদেশ দেওয়া হয়েছে। একদিকে নিজেদের মহিলাদেরকে পর্দার মধ্যে রাখ আর তাদেরকে পরপুরুষের সঙ্গে করমর্দন করতেও বলবে! একদিকে তোমরা পর্দা কর যাতে লজ্জাশীলতা বজায় থাকে, অপরদিকে অবাধে করমর্দন করলে লজ্জাশীলতা লোপ পাবে। ইসলামের প্রত্যেকটি নির্দেশের মধ্যে প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ মন্দকর্ম করতেও ইসলাম নিষেধ করে। অতএব এর থেকে বিরত থাকার চেষ্টা কর। যদি কোন বাধ্যবাধকতা দেখা দেয় যার ফলে হয়রানি হয় সেক্ষেত্রে করমর্দন করে চুপ করে বসে যাও। কিন্তু এক্ষেত্রেও নির্ভীকতা থাকা কাম্য। আমাদের উদ্দেশ্য হল খোদার সন্তুষ্টি। যদি কেউ এই কারণে আমাদের অনুষ্ঠানে না আসে, তবে তারা না আসুক, আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রকৃত ধর্মের প্রসার করা। তাই বলার পরেও যদি কেউ বিষয়টি খারাপভাবে নেয় বা ক্ষুন্ন হয় তবে আমাদের করার কিছু নেই।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান 'খাতাম' শব্দের অর্থ করে অবসানকারী বা শেষ নবী। এর কারণ কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কেননা অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ, সেই কারণে তারা সঠিক অর্থের দিকে মনোযোগ দেয় না। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন ধর্মে বিকার দেখা দিবে। তিনি (সা.) একটি হাদীসে আগমণকারী মসীহকে চারবার আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন। এই কারণে আমরা খাতাম শব্দের অর্থ করি, কোন এমন নবী আসতে পারে না যে তাঁর শরীয়তকে রহিত করবে। সেই আসতে পারে যে কুরআন করীমের অনুসারী হবে। আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসারী হবে এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্যকারী হবে। মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী আসবে না। অর্থাৎ সেই আগমণকারী মসীহ নবী হবেন। এই কারণে কুরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে এমন অর্থ করতে হবে যা সঠিক। পাকিস্তান, ভারত, আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করছে। এরা সকলে এই কথার উপর বিশ্বাস রেখেই আহমদী হয়েছে যে, খাতাম শব্দের অর্থ সেটিই যা আমরা করে থাকি। নবীকে মান্যকারীরা ধীর গতিতেই জামাতভুক্ত হয়ে থাকে এবং এই ভাবে ক্রমে ক্রমে জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এ সময় কাদিয়ান এমন একটি গ্রাম ছিল যেখানে কোন গাড়ি-ঘোড়া যেত না। কেবল এক্কা গাড়িতে বসে যেতে হত। রাস্তাও ছিল খানা-খন্দে পূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে জামাত বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সেই সময় তাঁর অনুসারীর সংখ্যা চার লক্ষে পৌঁছেছিল। যেরূপে হযরত মূসা (আ.)-এর পর হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন, কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে গ্রহণ করে নি, অনুরূপে নবী করীম (সা.)-এর পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আসেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানেরা 'খাতাম' শব্দের অর্থ করে অবসানকারী করার মাধ্যমে নবুয়তের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এই কারণে তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করে নি।

খোদা তা'লা কুরআন করীমকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। তিনি এতে কোন প্রকারের হেরফের বা রদবদল হতে দেন নি। এই কারণে আমরা সেই অর্থই করি যা কুরআন করীম করেছে। 'খাতাম'-এর যে সংজ্ঞা আমরা দিয়ে থাকি সেটিই সঠিক। খৃষ্টধর্ম বিস্তৃত হতে তিন শতাব্দী সময় অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে এক রোমান সম্রাট খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে এটি উন্নতি লাভ করে। জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন যে, তিন শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে না হতে আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে। আমরা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছি। মৌলবীদের সংশোধনের জন্যই তো হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এসেছিলেন, যাতে ভ্রান্ত মতবিশ্বাসগুলির অপনোদন হয়। সেই কারণেই তো তাঁর নাম 'হাকাম' (বিচারক) 'আদাল' (মীমাংসাকারী) রাখা হয়েছে, যাতে তিনি ভ্রষ্ট মৌলবীদের সংশোধন করতে পারেন।

এক আতফাল মানুষের বিবর্তনের সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, এটি কি প্রকারে সংঘটিত হয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: বিবর্তন তো এজন্যই যাতে ধীর গতিতেই উন্নতি হয়। আদিম যুগে মানুষ গুহার মধ্যে বসবাস করত। এরপর গুহা থেকে বের হয়। প্রথমে কেবল মাংস খেত, পরে আস্তে আস্তে শাক-সব্জি উৎপাদন করতে আরম্ভ করে। এইভাবে ক্রমোন্নতির ধারার হাত ধরে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। ডারউইন মতবাদ অনুসারে মানুষ প্রথমে বানর ছিল, পরে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে বর্তমান রূপে পৌঁছেছে। এই মতবাদ ভ্রান্ত। কেউ দেখাক যে কোন বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদকেও সমস্ত বৈজ্ঞানিক সঠিক মনে করেন না। হযরত মসীহ মওউদও (আ.) বলেছিলেন যে, মানুষ যদি বানর থেকে সৃষ্ট হত তবে সেই বানর আজও থাকা উচিত এবং সেগুলির দেখা পাওয়া উচিত। আজ আপনারা আইফোন বা আইপ্যাড হাতে নিয়ে ঘোরেন যার মধ্যে রকমারি তথ্যভাণ্ডার পাওয়া যায়। এটিও এক প্রকার বিবর্তন যার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সর্বক্ষণ হাতের মুঠোয় থাকে।

একজন আতফাল প্রশ্ন করে যে, হত্যা করা যদি অবৈধ হয় তবে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হয় কেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যুদ্ধ করা কেন বৈধ? যুদ্ধেও তো মানুষ নিহত হয়। তবে এটি কেন বৈধ আখ্যায়িত হয়েছে? সূরা হজ্জে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কেননা, যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে প্রতিহত না করা হয় তবে কোন উপাসনাগার সুরক্ষিত থাকবে না।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

যারা আর্থি ক কুরবানী করে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। তবেই আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজির সত্যিকার উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবে।

এবছর তাহরীকে জাদীদের আর্থিক খাতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৬.৪ মিলিয়ন (অর্থাৎ ১ কোটি ৬৪ লক্ষ) পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

তাহরীকে জাদীদের ৮৮তম বছরের সফল ও বরকতময় সমাপন এবং ৮৯ তম বছরের সূচনা

আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন, ধর্মের জন্য তোমরা যেসব ত্যাগস্বীকার কর এবং অর্থ ব্যয় কর, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা (তোমাদের) ইহকালে এবং পরকালেও পুরস্কারে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের প্রচারের জন্য মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রেরণ করেছেন। পাশাপাশি তাঁর অনুসারীদের উপরও এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে, ধর্মের প্রচারের জন্য, ইসলামের বাণী পৃথিবীতে বিস্তৃত করার জন্য, জগদ্বাসীকে এক খোদার সামনে বিনত করার জন্য যেন তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। এখন তারা যদি নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে তবে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও পুরস্কারে ভূষিত হবে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র লাজনারা নিজেদের সংখ্যার দিক থেকে নিজেদের অংশ চাঁদা দেয়, তারা কারো কোনও অংশে পিছনে থাকে না।

আল্লাহ্ তা'লা ধনীদেরও ঋণ রাখেনা আর দরিদ্রদেরও ঋণ রাখেন না, প্রত্যেককে তার কর্ম অনুসারে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

এবছরও জার্মানীর জামাত সারা বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

বিভিন্ন দেশের নিষ্ঠাবান আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

জামাত আহমদীয়াত যুক্তরাজ্যের ইতিহাস বিভাগের ওয়েব সাইট 'www.history.ahmadiyya.uk)- এর উদ্বোধন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৪ নভেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৪ নবুয়্যত, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ নভেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবার। রীতি অনুযায়ী নভেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবারে তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়া বিগত বছর আল্লাহ্ তা'লা নিজ আশিসের যে বারিধারা বর্ষণ করেছেন তার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাই এ প্রেক্ষিতে আজ আমি কিছু কথা বলব। সর্বপ্রথম যে কথাটি মনে রাখতে হবে তা হলো, প্রত্যেক কাজ চলমান রাখার জন্য এবং এর ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন পড়ে। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে এক উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,প্রত্যেক নবী নিজ (আগমনের) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করেছেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ২৩৩)

পবিত্র কুরআনেও বিভিন্ন আঙ্গিক এবং দিক থেকে আর্থিক কুরবানীর প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন, ধর্মের জন্য তোমরা যেসব ত্যাগস্বীকার কর এবং অর্থ ব্যয় কর, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা (তোমাদের) ইহকালে এবং পরকালেও পুরস্কারে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না।

উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে দান করেন এবং কতটুকু দান করেন সে সম্পর্কে এক স্থানে বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি শীষে একশ' শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ্ চাইলে এর চেয়েও বর্ধিত হারে দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ।

(সূরা বাকারা: ২৬২)

অতএব এটি হলো আল্লাহ্ তা'লার পথে অর্থ ব্যয়কারী মু'মিনদের উপমা। অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লার পথে যারা নিষ্ঠার সাথে ব্যয় করে তাদের ঋণের দায় আল্লাহ্ তা'লা নিজের ওপর রাখেন না, বরং তিনি তাদেরকে ইহকালেও কল্যাণমণ্ডিত করেন এবং পরকালেও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের প্রচারের জন্য মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রেরণ করেছেন। পাশাপাশি তাঁর অনুসারীদের উপরও এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে, ধর্মের প্রচারের জন্য, ইসলামের বাণী পৃথিবীতে বিস্তৃত করার জন্য, জগদ্বাসীকে এক খোদার সামনে বিনত করার জন্য যেন তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। এখন তারা যদি নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে তবে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও পুরস্কারে ভূষিত হবে। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, নামায, রোযা এবং আল্লাহ্ তা'লার যিকর করা তাঁর রাস্তায় ব্যয়কৃত সম্পদকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেয়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৪৯৮)

অর্থাৎ তোমরা যে আর্থিক কুরবানী করে থাক তার সাথে এসব বিষয়ও আবশ্যক। অতএব এই হাদীসে একজন প্রকৃত মু'মিনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। অর্থাৎ একজন মু'মিনের কেবল এটি মনে করা উচিত নয় যে, শুধু আর্থিক কুরবানী করে সে আল্লাহ্ তা'লাকে বলবে, 'আমি তো এত আর্থিক কুরবানী করেছি, এখন নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তুমি আমাকে সাতশত গুণ বর্ধিত হারে দান কর।' না, বরং এর সাথে ব্যক্তিগত বিভিন্ন ইবাদতের মানও উন্নত করতে হবে, নিজের আত্মিক অবস্থারও উন্নয়ন সাধন করতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে নিজেদের জিহ্বাকেও সিক্ত রাখতে হবে, বাজে কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধচিত্তে আর্থিক কুরবানীও করতে হবে। তাহলেআল্লাহ্ এমনভাবে প্রতিদান দেন যে, কখনো কখনো মানুষ হতবাক হয়ে যায়।

কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামান্য কর্মকেও গ্রহণ করে এমনভাবে পুরস্কৃত করেন যে, বিস্মিত হতে হয়। এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা যে, তিনি এভাবে দান করেন! আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় ঈমান বৃদ্ধি পায়, পূর্বাপেক্ষা তাঁর কথার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; কিন্তু মানুষের এই চেষ্টা অবশ্যই থাকা উচিত যেন শুধু এতেই সে আনন্দিত না হয় যে, 'আমি এই পরিমাণ কুরবানী করেছি, আর অন্য কোনো আমল না থাকলেও আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবশ্যই নানাবিধ পুরস্কারেধন্য করবেন।' অতএব যারা আর্থি ক কুরবানী করে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। তবেই আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজির সত্যিকার উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা সর্বদাই সত্যিকার মু'মিনদের পুরস্কৃত করেছেন, এর অগণিত উদাহরণ জামা'তে বিদ্যমান রয়েছে। আমরা শুধু পূর্ব বর্তীদের দৃষ্টান্ত ই উপস্থাপন করি না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে পুরস্কৃত করবেন। এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তীদের উদাহরণও রয়েছে,এছাড়া বর্তমান যুগের দৃষ্টান্তও রয়েছে।

অতীতে, পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্তের মধ্যে হযরত রাবেয়া বসরীর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র প্রতি তাঁর আশ্চর্যজনক আস্থা ছিল! একবার তিনি ঘরে বসে ছিলেন, এ অবস্থায় ২০জন মেহমান চলে আসে আর ঘরে কেবল দু 'টি রুটি ছিল। তিনি তার পরিচারিকাকে বলেন, এ দু 'টি রুটিও গিয়ে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়ে আস। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা করারও এক অভাবনীয় ধরন! চাকরানি খুবই অবাক হয় এবং ভাবে যে, পুণ্যবান মানুষও অদ্ভুত বোকা হয়ে থাকে! ঘরে অতিথি এসেছে, আর অল্প যে কয়টি রুটি আছে তা-ও বলছেগরীবদের মাঝে বন্টন করে দাও। তখনো সে ভাবছিল বা হয়তো দিতে যাচ্ছিলো অথবা দিয়ে এসেছিল, কিছুক্ষণ পর বাহির থেকে আওয়াজ আসে; এক মহিলা এসেছে যাকে কোনো ধনাঢ্য নারী পাঠিয়েছে। সে ১৮টি রুটি নিয়ে এসেছিল। হযরত রাবেয়া বসরী তাকে (একথা বলে) ফিরিয়েদেন যে, এটি আমার নয়। সেই চাকরানি পুনরায় বলে, আপনি এটি রেখে দিন। হযরত রাবেয়া বসরী বলেন, না। সে খুবই জোর দিয়ে বলে, আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, না, এটি আমার নয়। সেই চাকরানি পুনরায় বলে, রেখে দিন। যাহোক, কিছুক্ষণ পর তার সেই প্রতিবেশী ধনী মহিলা তার চাকরানীকে ডেকে বলে, তুমি কোথায় চলে গিয়েছ? রাবেয়া বসরীর কাছে তো ২০টি রুটি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এটি তার নয়, বরং এটি তো আমি অন্য কারো কাছে পাঠিয়েছিলাম। রাবেয়া বসরী বলেন, আমি যে দুটি রুটি পাঠিয়েছিলাম, (এর মাধ্যমে) আল্লাহ্তা'লার সাথে ব্যবসা করেছিলাম যে, তিনি দশ গুণ বৃদ্ধি করে আমাকে ফেরত পাঠাবেন।

তাই দু 'টির বদলে ২০টি আসা আবশ্যক ছিল। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) এ ঘটনাটিও বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বরাত টেনে বলেন, কোনো কোনো স্থানে একের বিনিময়ে দশ এবং কিছু স্থানে একের বিনিময়ে সাতশ'র উল্লেখ রয়েছে। এ প্রতিদান পুণ্যকর্মের স্থান-কাল-পাত্রভেদে নির্ধারিত হয়; অর্থাৎ পুণ্য কখন ও কীভাবে সম্পাদিত হচ্ছে এবং কতটা ত্যাগ স্বীকার করা হচ্ছে, কুরবানীকারী কতটা কুরবানী করছে। যেভাবে আমি বলেছি, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) হযরত রাবেয়া বসরীর এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্র পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা এমনটি করো না। (হাকায়েকুল ফুরকান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২০-৪২১)

[আল্লাহ্ তা'লার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এটি করা আরম্ভ করবে-এমনটি যেন না হয়।] হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে কখনোএভাবে ত্যাগস্বীকার করলে আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিদানও দেবেন। সুতরাং যারা আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের খাতিরে দান করে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান করে তারাই প্রকৃত কুরবানীকারী। হযরত রাবেয়া বসরীর দৃষ্টান্ত যদিও ব্যক্তিগত আতিথেয়তা সংক্রান্ত বলে মনে হয়, কিন্তু তার কাছেও মানুষ ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই আসতো। যাহোক, বর্তমানে ধর্মী য় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রেরণ করেছেন আর তাঁর মাধ্যমেই আজ পৃথিবীতে ইসলামের তবলীগ এবং মানবসেবার কাজ হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রত্যেক বছর জামা'ত কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড বইপুস্তক প্রকাশ, বিভিন্ন মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করে থাকে। ইউরোপ এবং উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ অর্থ আফ্রিকা, ভারত এবং অন্যান্য দরিদ্র দেশে ব্যয় হয়ে থাকে, (তবে এটি) নিজ নিজ দেশের ব্যয় নির্বাহের পর যা তারা নিজেদের দেশে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খরচ করছে। আর এসব কাজে এখন যতটা ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা হলো, জামা'তের সদস্যরা অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসব ব্যয়ভারও নির্বাহ করছে। আল্লাহ্ তা'লা যে কত বিস্ময়করভাবে সেসব লোককে কল্যাণমণ্ডিত করেন-সেরূপ দৃষ্টান্ত আজও প্রদর্শন করে থাকেন।

ধনী হোক বা দরিদ্র-সবদেশের অধিবাসীদের পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, যারা তাদের চাহিদা উপেক্ষা করে আল্লাহ্র পথে ত্যাগ স্বীকার করে। এখন আমি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা থেকে বুঝা যায়, এসব কুরবানীকারী লোকদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা কীরূপ আচরণ করেন আর কত গভীর প্রেরণা নিয়ে নিষ্ঠাবান সদস্যরা তাদের কুরবানী উপস্থাপন করে থাকে!

নও-আহমদী, যারা অল্প কিছুদিন আহমদী হয়েছে বা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের মাঝেও আর্থিক কুরবানীর প্রতি আপনা-আপনি মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে, আর তা এ কারণে হচ্ছে যে তারা আর্থিক কুরবানীর মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে।

লাইবেরিয়া থেকে স্থানীয় মুয়াল্লেম মোমেন জনসন, যিনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন ও পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মু য়াল্লেম হয়েছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাউন্টিতে কয়েক মাস পূর্বে একটি গ্রামে তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে জামা'তের চারা রোপিত হয় আর এই গ্রামের লোকেরা ইমামসহ জামা'তভুক্ত হয়। এটি একটি ছো ট্ট গ্রাম, সেখানে যাবার মতো ভালো কোন রাস্তাঘাটও নেই। বৃষ্টির কারণে সেখানে যাওয়াও অনেক কঠিন ছিল। তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ গ্রামটিকে আমরা নিজেরা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করি। কেননা একদিকে এরা একেবারে নবদীক্ষিত আহমদী ছিল, অপরদিকে পথঘাটও ছিল বন্ধুর, আর গ্রামও ছোট। আগামী বছরতাদেরকে আহ্বান জানাব এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত করব বলে ঠিক করি। তিনি বলেন, সেই গ্রামের ইমাম আবু বুকাই সাহেব একদিন হঠাৎ টাবম্যান-বার্গ মিশন হাউজে এসে উপস্থিত হন আর এসেই কিছু অর্থ দিয়ে বলেন, (এটি) জামা'তের ২১জন সদস্যের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কীভাবে জানলেন, আপনাদেরকে তো চাঁদার আহ্বান জানানো হয় নি? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রেডিওতে জামা'তের অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনি, আর গত সপ্তাহে আপনি যখন রেডিওতে তাহরীকে জাদীদের পরিচিতি তুলে ধরে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেন তখন এ বিষয়টি আমি আমাদের জামা'তের সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করি; তখনজামা'তের সদস্যরা এই চাঁদা দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এদের হৃদয়ে নিজেই সচেতনতা সৃষ্টি করছেন এবং কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি করছেন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, এক গ্রামে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার আহ্বান করা হয়। (এখানকার) সকল সদস্য নবদীক্ষিত আহমদী। ৫৭ বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধা মহিলা সিস্টার ফাতু ২০০ ডালাসি বের করে চাঁদা দিয়ে দেন; [এটি সেদেশের স্থানীয় মুদ্রা]। সেই ভদ্রমহিলাবলেন, এটিই সেই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে কেউ আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারে, যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে হতো। তিনি বলেন, এগুলো তার কাছে থাকা সর্বশেষ অর্থ ছিল যা তিনি তার পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবার ক্রয় করার জন্য রেখেছিলেন। [এমন নয় যে, তিনি ধনী মহিলা ছিলেন; অর্থ দিয়েছেন ২০০ ডালাসি।] তিনি বলেন, এটি এজন্য দিচ্ছি কারণ ইসলামের তবলীগের জন্য এই অর্থে র প্র য়োজন। আমি আমার ক্ষুধা তুচ্ছ করে এই অর্থ দিচ্ছি। তিনি বলেন, তখনও এসব কথাবার্তা হচ্ছিল, এমন সময় তার ছেলের ফোন আসে যে সুইজারল্যান্ডে থাকে; আর সে বলে, সে ১২ হাজার দুইশ' ডালাসি পাঠিয়েছে। একথা শুনে সেই মহিলা বৈঠকের সবার সামনে কাঁদতে কাঁদতে ঘোষণা দেন, আল্লাহ্ তা'লা অভাবনীয়ভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন! তিনি বলেন, এখন আমি আরো বেশি চাঁদা দেব! সেখানে উপস্থিত লোকেরাও বিস্মিত হচ্ছিল। ৬ মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু ছেলে কোনো যোগাযোগ করছিল না, মায়ের খোঁজখবর নিচ্ছিল না। আর্থি কভাবে মায়ের অবস্থা খারাপ ছিল। কিন্তু ওই সময়ই এমন হয়, আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে ফোন আসে এবংএকইসাথে টাকাও আসে। এর ফলে আসলেই মানুষ অভিভূত হয় এবং বুঝতে পারে যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম; আর সেখানকার সবাই অঙ্গীকার করে, আমরা আমৃত্যু আহমদী থাকব।

তানজানিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গিটা রিজিওনের একটি জামা'ত। সেখানকার মুয়াল্লেম সাহেব লেখেন, আব্দুল্লাহ্ সাহেব নামের একজন যুবক কয়েক মাস পূর্বে বয়আত করেছিলেন। একদিন তিনি জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের চাঁদার সম্পর্কে শুনতে পান। তিনি জানতে পারেন, এটি চাঁদা পরিশোধ করার শেষ মাস আর প্রত্যেক আহমদীর উচিত বরকতের জন্য সাধ্যানুসারে এতে অংশগ্রহণ করা। আব্দুল্লাহ্ সাহেবের নিকট কোনো অর্থ ছিল না। তিনি অঙ্গীকার করেন,

আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে কিছু না কিছু চাঁদা তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে অবশ্যই দিবেন। পরের দিন তিনি কাজের সন্ধানে বের হন। এক ব্যক্তির চাষাবাদের জন্য লোকের প্রয়োজন ছিল এবং আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে তিনি কাজ দেন। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে তাকে দেওয়া কাজ তিনি সন্ধ্যার মধ্যে সম্পন্ন করে দেন, যদিও তা স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পন্ন করতে দু 'দিন লাগত।আর এতে যে অর্থ পান তা নিয়ে তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার জন্য পৌঁছে যান। এ ঘটনা শুনিয়ে তিনি নিজেই বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার নিয়্যতে বরকত দিয়েছেন আর একান্তই নিজ কৃপায় আর্থিক কুরবানী করার সামর্থ্য দান করেছেন। [একই সাথে (তার মাঝে) এ চেতনাও সৃষ্টি হয়ে যায়।]

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। অস্ট্রেলিয়ার মুরব্বী সাহেব লেখেন, [এটি তার কর্মস্থ লের নিকটেঅবস্থিত,] সলোমন দ্বীপপুঞ্জে সফরকালে তরবিয়তি ও তবলীগি অনুষ্ঠান ছাড়াও তাহরীকে জাদীদের বছর শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে জামা'তের সদস্যদের চাঁদা প্রদানের আহ্বান করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সেখানে একজন মহিলা আছেন যার স্বামী অমুসলিম। তারা দু'জনে পোলট্রি ফার্ম চালান। সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ সাহেব যখন চাঁদার কথা স্মরণ করাতে তার বাসায় যান তখন তিনি বাসায় ছিলেন না। তার সন্তানরা তাদের কাছে অল্প-সল্প যে অর্থ ছিল তা (চাঁদা হিসেবে) দিয়ে দেয়। মহিলা বাড়ি ফিরে এলে ছেলেমেয়েরা বলে, সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ সাহেব এসেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেক্রেটারী সাহেবের বাসায় গিয়ে তাহরীকে জাদীদ খাতে এক হাজার ডলার চাঁদা দেন। তখন সেক্রেটারী সাহেব তাকে বলেন, আমি তো সব বন্ধুর কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে নিয়েছি আর তালিকা প্রস্তুত করে দিয়ে এসেছি। তাই এই চাঁদা আগামী বছরের হিসাবে যোগ করে দিই। কিন্তু তিনি বলেন, না! আমি আমার খোদার সাথে এ অঙ্গীকার করেছিলাম যে, এ বছর এত টাকা দিব। তাই এ বছরের হিসাবেই যোগ করুন। অতএব তার কথায় নতুন তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রকে তিনি রাতারাতি অবগত করেন।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন এর দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয়।

গিনি কোনাক্রির মুবাল্লেগ সাহেব লেখেন, এখানে একটি জায়গার নাম কাফিলিয়া। সেখানকার মিশনারী জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া এককভাবে বাড়ি বাড়িও গিয়েছেন। এক যুবক মুহাম্মদ সিলাহ সাহেবের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে চাঁদা পরিশোধের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পকেট থেকে ১০ হাজার গিনি ফ্রাঙ্ক বের করে তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন আর একইসাথে বলেন, আমার কাছে এ (অর্থ) ছিল যা আমি দুপুর ও রাতের খাবার ক্রয়ের জন্য রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আমি আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে ক্ষুধার্ত থাকব। এই ঘটনার চারদিন পর মিশনারীর কাছে এই যুবকের ফোন আসে (আর সে) বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমার কুরবানী কবুল করে নিয়েছেন। সে বলে, আমি একটি মাইনিং কোম্পানিতে ড্রাইভারের চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মাসিক সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন গিনি ফ্রাঙ্ক বেতনে পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কয়েক হাজার গুণ বৃদ্ধি করে দান করেছেন। তিনি এক বছরের চাঁ দা দিয়েছিলেন ১০ হাজার, বছরের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় হাজার ছয়শ' গুণ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি চাইলে সাতশ' গুণ বা তার চেয়েও অধিক বাড়িয়ে দান করি; এখানে এরচেয়েও অধিক বৃদ্ধি করে দেয়ার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

নাইজারের সদর লাজনা লেখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ নাইজার ১ম তিনদিন ব্যাপী জাতীয় তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠানের সুযোগ পেয়েছে। অনেক লাজনা এতে অংশগ্রহণ করেছে। এতে সাধারণভাবে তাহরীকে জাদীদের বিষয়েও মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হয়, বছর শেষ হতে অল্প কিছুদিন বাকি রয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব নিজ নিজ অঙ্গীকার পূরণের চেষ্টা করুন। কিন্তু তিনি বলেন, তখনই লাজনা সদস্যারা চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। তাদেরকে বলা হয়, এখন কেবল মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে, এখনো সময় আছে। উত্তরে তারা বলে, না, আমরা এখনই দেব। তাদের দেখাদেখি অন্য মহিলারাও এগিয়ে আসে এবং আর্থি ক কুরবানী উপস্থাপন করে আর একটি বড় অংক জমা হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে লাজনারা তাদের সংখ্যা অনুযায়ী নিজেদের চাঁদার অংশ পরিশোধ করে দেয় এবং তারা কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই। কোনোকোনো দেশে অনেক সময় খোদ্দাম ও আনসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে হয়, লাজনা কুরবানী করায় এগিয়ে গেছে, তাই আপনারাও তাদের মত চাঁদা দিন।

সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়ার মু বাল্লেগ লেখেন, আরসান বেক সাহেব রাশিয়ার একটি প্রদেশের অধিবাসী। গত বছর আমি যখন তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করেছিলামতখন আরসান সাহেব বলেন, তাহরীকে জাদীদ খাতে এক হাজার রুবলের কুরবানী উপস্থাপন করে থাকি, অর্থাৎ গত বছর তিনি (এই অর্থ কুরবানী) করেছিলেন। তিনি বলেন, এ বছর আমি ১০ হাজার রুবল চাঁদা প্রদানের অঙ্গীকার করছি আর সেই সাথে বলেন, তিনি ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছেন। যাহোক, জুলাই মাসেই তিনি অঙ্গীকারকৃত ১০ হাজার রুবল পরিশোধ করে দেন। ইউক্রেনে যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার অবস্থাও সংকটাপন্ন, কিন্তু তিনি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। অপরদিকে রুবলের দরও যথেষ্ট পড়ে গেছে। এই ১০ হাজার রুবলে ১৭৮ ইউরো হয়। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি তার জন্য অনেক বড় অংক ছিল। এই চাঁদা প্রদানের পর তিনি বলেন, এছাড়াও আমি ৫০০ রুবল করে চাঁদা দিতে থাকব, আর তিনি দৈনিক ৫০০ রুবল চাঁদা দিতে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার ব্যবসায় এত বরকত হয়েছে যে, পরিস্থিতি খারাপ হওয়া সত্ত্বেও আমার অনেক আয় হচ্ছে। এরপর তিনি এই (অংকের পরিমাণ)এক হাজার রুবল করে দেন, আর এটিও দৈনিক দিয়ে যাচ্ছেন।

ক্যামেরুনের উত্তরাঞ্চলীয় শহর মারওয়ার মু য়াল্লেম সাহেব (একটি ঘটনা) লেখেন; এঘটনাটিও দরিদ্রদের ঈমানের দৃঢ়তা এবং চাঁদার কল্যাণের একটি ঘটনা। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্সাহেব একজন নও-মোবাঈ, নিতান্ত হতদরিদ্র ব্যক্তি; গত বছর তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে আধা বালতি, অর্থাৎ ৫ কেজি ভুট্টা দিয়েছিলেন আর বলেন, এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ৫ বস্তা দান করেছেন, অর্থাৎ ৩৫০ কেজি; সত্তর গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, এ বছর খুবই চিন্তিত হয়ে গিয়েছিলেন; সারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, ক্রয় করার সামর্থ্য ছিল না। আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, পাছে ফসল ভালো না হয়। যাহোক তিনি বলেন, আমার পক্ষে যতটুক পরিশ্রম করা সম্ভব ছিল আমি তা করি। ফলে আল্লাহ্ তা'লা এমন বরকত দান করেন যে, এ বছর পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ ফসল উপন্ন হয়, আর তাহরীকে জাদীদ খাতে তিনি ৭০ কেজির এক বস্তা ফসল চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি আমার পরিবারকেও বলি, তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কল্যাণে খোদা তা'লা আমার পরিশ্রম এবং ফসলে বরকত দান করেন।ছোট ছোট ঘটনা কিন্তু দরিদ্র মানুষের জন্য (এগুলো) খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, এক গ্রামের এক বন্ধু পাথে সিলসে, যিনি ২০১৪ সালেবয়আত করেছিলেন, তিনি বলেন, আমি জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার পূর্বে বেকার ছিলাম। চাকরির জন্য কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। তিনি বলেন, জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে বিভিন্নচাঁদা এবং অন্যান্য জামা'তী কাজ ও তবলীগ ইত্যাদিতে অধিক হারে অংশগ্রহণ করি। সুতরাং এখন তিনি দুই স্থানে চাকরি করছেন। কোথায় উপার্জনহীন বেকার ছিলেন এবং বসবাস করাও কষ্টসাধ্য ছিল, বাড়িঘর ছিল না, সেখানে এখন তিনি পাকা বাড়িও নির্মাণ করেছেন। লোকেরা বলে, জামা'ত তাকে সাহায্য করেছে। তিনি উত্তরে বলেন, জামা'ত সাহায্য করে নি, বরং চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাহায্য করেছেন।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, একজন আহমদী সদস্য যার কারখানা আছে, অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। তাহরীকে জাদীদের বরাতে গত বছর যখন আমি কিছু ঘটনা বর্ণনা করি আর নতুন বছরের ঘোষণা করি, তখন তার ওপর এর খুব ভালো এবং গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাহরীকে জাদীদ খাতে বিগত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ ওয়াদা লেখান এবং তৎক্ষণাৎ সেই ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদাও প্রদান করেন। এর এক সপ্তাহ পরই আল্লাহ্ তা'লাতাকে কল্যাণে ভূষিত করেন এবং তার বিক্রি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে একটি কোম্পানী যার সাথে পূর্বে তার ব্যবসা বন্ধ ছিল, সেটি ফেরত আসে এবং অনেক বড় (অংকের পণ্য) ক্রয়ের প্রস্তাব দেয়। তিনি বলেন, এ বছর আমার কোম্পানীর আয় বিগত বছরের তুলনায় বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জার্মানির মুবাল্লেগ হেরাদ সাহেব লেখেন, উইঘবাদেনের একজন ভদ্রমহিলাকে চাকুরি চ্যুত করা হয়। ফলে উপার্জনও বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীকে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু স্পন্সর করতে পারছিলেন না। এই উদ্বেগের কথা তার ভাইয়ের নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বলেন, এর একটিইসমাধান আর তা হলো, দোয়া কর এবং চাঁদা দাও, অর্থাৎ আর্থিক কুরবানী কর। তিনি তার অলঙ্কারাদি বিক্রি করে চাঁদা পরিশোধ করেন। চারদিন পর কর্মক্ষেত্র থেকে সংবাদ আসে যে, আপনাকে স্থায়ী কাজ দেয়া হচ্ছে আর বেতনও হবে দুই হাজার ইউরো, যা দিয়ে তিনি তার স্বামীর স্পন্সরও করতে সক্ষম।

ভারত থেকে উকিলুল মাল সাহেব বলেন, এখানে একজন সদস্য আছেন, তিনি আর্থিক কুরবানী তথা তাহরীকে জাদীদের ক্ষেত্রে খুবই অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তাকে বাজেট বৃদ্ধি করতে বললে তিনি বলেন, কত বাড়াব? তাকে বলা হয়, আপনার সাধ্যানুযায়ী আপনি যতটা করতে পারেন করুন। কিন্তু ব্যবস্থাপনা, বরং মুবাল্লেগ বা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির প্রতি তার দৃঢ় উক্তি ছিল, আপনিই বলুন। তখন প্রতিনিধি বলেন, ঠিক আছে, তাহলে ১০ লাখ রুপি বৃদ্ধি করে দিন। পূর্বেইতিনি ৫ লাখ রুপি দিয়ে দিয়েছিলেন। কথামতো তিনি বৃদ্ধি করার পর পরিশোধও করে দেন। তিনি বলেন, আমার একটি বাড়ি ছিল যেটির রেজিস্ট্রি হচ্ছিল না আর অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চাঁদা বৃদ্ধি করার কয়েকদিন পরই স্থগিত পড়ে থাকা কাজও সম্পাদন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা ক্ষতি পূরণ করে দেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা ধনী বা দরিদ্র কারো কাছেই ঋণ রাখেন না, সবাইকে তার অবস্থা অনুসারে প্রতিদান দেন।

ভারত থেকেই উকিলুল মাল সাহেব লেখেন, কাশ্মীরের একজন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী প্রফেসরসাহেব আছেন, তিনি শেরে-কাশ্মীর বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রফেসর। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সমুদয় চাঁদা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পরবতীতে আমাকে পদোন্নাতি দিয়ে কৃষিবিদ্যায় প্রফেসর কাম চীফ সায়েন্টিস্ট বানিয়ে দেয়া হয় এবং আমার বেতনও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তিনি তাঁর তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বৃদ্ধি করে দেন।

মরিশাসের একজন ভদ্রমহিলা বলেন, গত বছর তাহরীকে জাদীদের সাথে সম্পর্কযুক্তআত্মীয়স্বজনদের কিছু ঘটনা শোনার পর আমার স্বামী আমাকে বলেন, এত বড় অংকের (চাঁদা দেওয়ার) অঙ্গীকার করতে হবে যা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হবে। অতএব তিনি ৭৫ হাজার মরিশিয়ান রুপি ওয়াদা লেখান। তিনি বলেন, তখন আমার স্বামী একটি মেডিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করতেন। বিগত তিন বছরে তাঁর বেতন সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু (চাঁদার) ওয়াদা লেখানোর পর একটি প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে চাকুরির প্রস্তাব আসে। ওই দিনগুলোতেই আমার স্বামী তারমাকে ১ হাজার রুপি উপঢৌকন দেন। চাকরির ইন্টারভিউ ছিল। স্বামী বলেন, আমার মনে হচ্ছিল, এই ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে আমার চাকরিও হবে আর যে পরিমাণ বেতন পাব তা আমার কুরবানীকৃত অর্থের কাছাকাছি হবে। অতএব ইন্টারভিউ হওয়ার পর তাঁকে চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয় আর তার বেতন ধরা হয় ৭৬ হাজার রুপি। তার ওয়াদা ছিল ৭৫ হাজার রুপি। তিনি বলেন, আমার মাকে যে ১ হাজার রুপি দিয়েছিলাম তাও আল্লাহ্ আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের মুবাল্লেগ লেখেন, করোনাকালীন সময়ে এখানে এক ভদ্রলোকের (ব্যবসায়) অনেক ক্ষতি হয়। অনেক বড় অঙ্কের চাঁদা বকেয়া পড়ে যায়। তাহরীকে জাদীদ এবং অন্যান্যচাঁদার বিষয়ে তাঁকে স্মরণ করানো হলে তাঁর স্ত্রীর সঞ্চিত অর্থ থেকে সাড়ে ১১ হাজার টাকা চাঁদা দেন, কিন্তু তখনো আরো অর্ধেক টাকা বাকি ছিল। যাহোক, তিনি বলেন, এ মাসের শেষে তাঁর স্ত্রী খবর পাঠান যে, এসে বাকি চাঁদা নিয়ে যান। আমাদের টিম সেখানে গেলে ওয়াদাকৃত চাঁদার চেয়ে তিন গুণ বেশি চাঁদা পরিশোধ করেন এবং আবশ্যিক বকেয়া চাঁদাও পরিশোধ করে দেন, আরএকই সাথে এ সুসংবাদও শোনান যে, সম্প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অনেক পুরোনো একটি চাহিদা পূ রণকরে দিয়েছেন। তারা বহুদিন থেকে বাড়ির জন্য এক খণ্ড জমি খুঁজছিলেন। চাঁদা দেয়া শুরু করার পর খোদা তা'লা অলৌকিকভাবে বাড়ি নির্মাণের জন্য একটি প্ল ট ক্রয়ের তৌফিক দেন। তারআয়ও বৃদ্ধি পায়, চাঁদাও পরিশোধ করে দেন আর আল্লাহ্ তা'লা সম্পদ গড়ারও সৌভাগ্য দান করেন।

বুরকিনা ফাসোর এক বন্ধু যিনি একজন শিক্ষক, তিনি বলেন, তার গাড়ি কেনার সৌভাগ্য হয়েছে। তার সাথের অন্য শিক্ষকরা বলে, আমরাও তো শিক্ষক, আমরা তো (গাড়ি) কিনতে পারি না, নিশ্চয়ই জামা'ত (তোমাকে) সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, আমি (তাদেরকে) উত্তর দেই, জামা'ত আমাকে সাহায্য করে নি, বরং চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ আমার অর্থ সম্পদে বরকত দান করেছেন। তিনি বলেন, ছাত্রজীবন থেকেই আমার চাঁদা দেওয়ার অভ্যাস, তাই আল্লাহ্ সব সময় আমাকে পুরস্কৃত করেন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

জার্মানির এক জামা'ত অসনাব্রুকের একজন ভদ্রলোক লেখেন, তাহরীকে জাদীদের (গুরুত্ব) বিষয়ক একটি সভার আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, চাঁদা দেওয়ার জন্য আমি (ওয়াদার) অতিরিক্ত ৫ শত ইউরো নিয়ে আসি। তখন তাকে বলা হয় রশিদ বই শেষ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তাই আমি ফিরে চলে যাই আর আমার যেসব শ্রমিক দিয়ে কাজ করাই তাদেরকে (যে বেতন দেওয়ার ছিল) তা দিয়ে দিই। কিন্তু রাতে স্বপ্নে আমাকে দেখেন। তিনি বলেন, (স্বপ্নে) আপনি আমাকে বলছেন, [অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে আমি বলছি,] আমার ৫ হাজার ইউরো প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমি এতে বুঝতে পারি, এর অর্থ হলো তাহরীকে জাদীদের চাঁদা। তার স্ত্রীকে স্বপ্নটিশুনালে তিনি বলেন, তাহরীকে জাদীদ খাতে ৫ হাজার ইউরো চাঁদা দিয়ে দিন। তিনি আরো বলেন, এর কিছুদিন পরই করোনা সহায়তা খাতে আমার একাউন্টে ২২ হাজারের অধিক অর্থ জমা হয় যা আমার কল্পনাতেও ছিল না।

কানাডা থেকে একজন লাজনা বর্ণনা করেন, অনেক আর্থি ক সংকটে ছিলাম, নিজের অঙ্গীকারকৃত অর্থ কীভাবে পরিশোধ করব এ নিয়ে বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলাম, পাশাপাশি দোয়াও করছিলাম। আমার নিয়্যত খুবই ভালো ছিল। (সংকট সমাধনের) বাহ্যত কোনো চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। অনেক দোয়া করি। তিনি বলেন, পরে কী ঘটেছে দেখুন! এক রাতে আমার মেয়ে তার জন্মসনদ খুজতে খুঁজতে একটি পু রোনো পার্স বা হাতব্যাগ খুঁজে পায়। তিনি বলেন, কিছুকাল পূর্বেআমি আমেরিকা গিয়েছিলাম, ৮ বছর পূর্বে। সেখানে খরচ করার জন্য আমি কিছু অর্থ রেখেছিলাম, সেখান থেকে কিছু অর্থ বেঁচে গিয়েছিল যা আমি এতে রেখে দিয়েছিলাম। পরবতীতে আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। (ব্যাগ থেকে) যে পরিমাণ অর্থ বের হয় তা ঠিক সেই পরিমাণই ছিল যা চাঁদা পরিশোধের জন্য প্রয়োজন ছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এভাবেও সাহায্য করেন।

গিনি কোনাক্রির প্রেসিডেন্ট সাহেব লেখেন, একজন দরিদ্র আহমদী মহিলা যিনি ছোটখাটো জিনিস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাহরীকে জাদীদের আশারা পালনের সময় তার বাড়িতে গিয়ে তাকেও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়।তখন তিনি নিজেই বলেন, এখন এই সামান্য উপার্জন নিয়ে বেশ চিন্তিত আছি। ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। আয় (যা হয় তা) প্রায় না হওয়ার মত, দেনাও শোধ করতে পারছি না। যাহোক, তাকে বুঝানো হয় এবং দোয়া করতে বলা হয়। সেই মহিলা তার জমানো ২০ হাজার গিনি ফ্রাংকচাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। সেই দরিদ্র মহিলা যিনি পরিস্থিতির সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন, তার জন্য এটি অনেক বড় অংকের অর্থ ছিল। কিছুদিন পর আমাদের মুবাল্লেগ পুনরায় যখন অন্য কোনোকাজে সেই মহিলার সাথে দেখা করতে যান তখন সেই মহিলা অনেক আবেগাপ্লুত কণ্ঠে আনন্দের সাথে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। আমার এই ছোট্টব্যবসা খুব ভালো চলছে আর আমার সব ঋণও পরিশোধ হয়ে গেছে। এ সবই এই আর্থিক কুরবানীর জন্য হয়েছে।

রাশিয়ার একটি দেশ তাতারিস্তানের এক বন্ধু ফ্রিদা ইব্রাহিমু ভ সাহেব বলেন, গত বছর গ্রীষ্মকালে আমার ফোনের সাথে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, আমার ব্যাংকের অনলাইএকাউন্টে পর্যটকদের কাছ থেকে অর্থ জমা করানোর পর আমার স্মার্ট ফোনে আর্থি ক ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্পর্কে যুগ-খলীফার খুতবা নিজে থেকেই চালু হয়ে যায়। তিনি বলেন, এটি কেবল একবারই হয় নি, বরং যখনই কোনো বড় অংকের অর্থ আমার একাউন্টে জমা হতো তখন এমন কোনো না কোনো ঘটনা ঘটতো। এতে আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা নিজঅস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে (আর্থিক কুরবানির বিষয়ে) আমাকে স্মরণ করাচ্ছেন। এটি আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয় যে, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভু ক্ত হয়ে আর্থি ক কুরবানীর তৌফিক লাভ করছি। এমনটি ঘটে যে, আপনা-আপনি তার ফোনে খুতবা চালু হয়ে গেছে বা বার্তা এসেছে, যার মাধ্যমে তার মাঝে চাঁদা প্রদানের প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

তানজানিয়ার একজন নিষ্ঠাবান মহিলা বলেন, জলসা থেকে ফিরে আসার সময় মনে পড়েযে, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বকেয়া রয়েছে। কোনো উপায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। এক ব্যক্তি তার কাছ থেকে ধার নিয়েছিল, আশা ছিল তা ফিরিয়ে দিলে তিনি চাঁদা পরিশোধ করবেন। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিচ্ছিল না, ফোনও ধরছিল না। তিনি অসুস্থ ছিলেন, ঔষধপত্রের খরচও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। সন্তানের বিদ্যালয়ের বেতন নিয়েও শঙ্কা ছিল। তাই তার সন্তানকে তিনি বলেন, দোয়া কর। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আযানের ধ্বনি ভেসে আসে। তখন ছেলে বলে, চলুন নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি; [আল্লাহ্ তা'লা

এভাবে সন্তানদের ঈমানও দৃঢ় করেন;] আমাদের কাছে অর্থ নেই, হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করবেন আর তার হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি করবেন, ফলে সে অর্থ ফিরিয়ে দিবে। অতএব মা এবং ছেলে ওযু করে নামাযে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'লা এমন নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, নামায শেষ হওয়ার আগেই ফোনের রিং বাজতে আরম্ভ করে। এটি সেই ব্যক্তির ফোন ছিল যে ঋণ নিয়েছিল। সেই ব্যক্তি বলে, আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি এবং আপনার অর্থ ফেরত দিতে এসেছি। সেই ব্যক্তি বলে, আমি বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এমন সময় আযানের ধ্বনি শুনতে পাই আর একইসাথে আমার মনে হলো, কেউ যেন আমাকে বলছে, 'আগে ঋণের টাকা ফিরিয়ে দাও'। কাজেই, আমি টাকা ফেরত দিতেএসেছি। এই মহিলা ও (তার) সন্তান পুরো ঘটনাটি শোনার পর তাদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় ভরে যায়। তারা বলেন, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ! ছেলে বলে, দেখেছ! আমরা নামায পড়েছি, তাই আমরা টাকাও পেয়ে গেছি! আর এরপর তারা নিজেদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গের এক ভদ্রলোক ইকরাম জান সাহেব বলেন, আমি সর্বদা নিজের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য দোয়া করি যেন অভাবীদের সাহায্য করতে পারি, বিশেষভাবে নিজের বিভিন্ন চাঁদা যেন দিতে পারি। আর সব সময়ই এটি বিস্ময়করভাবে পূর্ণ হয়। তিনি বলেন, গত বছর আমার কাছে তিন হাজার রুবল কম ছিল, অথচ চাঁদা পরিশোধের শেষ দিন ছিল। কাজের মাঝেই হঠাৎ আমার কাছে দু 'জন লোক আসে যাদের মধ্যে একজন আমাকে এক হাজার এবং অপরজন দু ই হাজার রুবল দেয়। এর আগে কখনোই আমার সাথে এমনটি ঘটে নি। কেননা আমি কাজের বিনিময়ে তিনশ' থেকে পাঁচশ' রুবল পেতাম। তাই এখন আমি আমার অতিরিক্ত উপার্জন আল্লাহ্তা'লার পথে দিয়ে দিচ্ছি।

এই ছিল কিছু ঘটনা যা আমি উপস্থাপন করলাম, অর্থাৎ কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেসবলোককে অপার দানে ভূষিত করেন, যারা নিষ্ঠার সাথে আর্থিক কুরবানী করেন (সেই সংক্রান্ত)।

এরপর এখন আমি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষেরও ঘোষণা করছি। গত ৩১ অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের ৮৮তম বছর শেষ হয়েছে এবং ১লা নভেম্বর থেকে ৮৯তম বছর শুরু হয়েছে। এবছর তাহরীকে জাদীদের আর্থিক খাতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৬.৪ মিলিয়ন (অর্থাৎ ১ কোটি ৬৪ লক্ষ) পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। বৈশ্বি ক অর্থনীতি খুব দ্রুত মন্দার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই (খাতে) আদায়ের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড, অর্থাৎ ১১ লক্ষ পাউন্ড বেশি।

পূর্বের মত এবছরও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিশ্বের সব জামা'তের মধ্যে জার্মানির জামা'ত প্রথম স্থানে রয়েছে। (আর্থিক) কুরবানীর দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানও অনেক কুরবানী করেছে, কিন্তু সেখানে অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করছে, (বিশ্ব বাজারে তাদের) মুদ্রার মূল্যমান হ্রাসের কারণে তাদের (অবস্থান) নেমে গেছে, নতুবা কুরবানীর দিক থেকে তারা উন্নতিই করেছে। জার্মানি যদিও শীর্ষে রয়েছে, কিন্তু স্থানীয় মুদ্রামানের বিবেচনায় তাদের অবনতি হয়েছে। অপরদিকে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে উন্নতি করছে, তারা যদি উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখে তাহলে শীর্ষে পৌঁছতে পারে। একইভাবে কানাডাতেও বৃদ্ধি হয়েছে, অস্ট্রেলিয়াতেও বৃদ্ধি হয়েছে, ভারতেও বৃদ্ধি হয়েছে, ঘানা জামা'তের চাঁদাও বৃদ্ধি পেয়েছে; এটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা বলছি।

(এক্ষেত্রে) উল্লেখযোগ্য কাজ করার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য যেসব জামা'ত রয়েছে সেগুলো হলো হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, জর্জিয়া, নরওয়ে, বেলজিয়াম, বার্মা, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ, কিরিবাতি, কাজাকিস্তান, তাতারিস্তান, ফিলিপাইন এবং মধ্যপ্রাচ্যের (একটি) জামা'ত।

আফ্রিকার জামা'তগুলোর মধ্যে সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলো হলো, প্রথম ঘানা, দ্বিতীয় মরিশাস (এটিও আফ্রি কায় অবস্থিত), নাইজেরিয়া, বুর্কিনা ফাসো, তানজানিয়া, গাম্বিয়া, লাইবেরিয়া, উগান্ডা, সিয়েরা লিওন এবং বেনিন।

মাথাপিছু চাঁদার দিক থেকে বিভিন্ন জামা'তের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, এরপর যথাক্রমে যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া।আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় (এ খাতে) অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৯৪ হাজার।

গত বছরের তুলনায় আফ্রিকান দেশগুলোতে যেসব দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় (চাঁদাদাতা) বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের মাঝে রয়েছে নাইজেরিয়া, গিনি বাসাও, কঙ্গো ব্রাজভিল, গিনি কোনাক্রি, তানজানিয়া, কঙ্গো কিনসাশা, গাম্বিয়া, ক্যামেরুন, আইভরিকোস্ট, নাইজার, সেনেগাল এবং বুর্কিনাফাসো।

দফতর আউয়াল-এর খাতসমূহ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চালু আছে। জার্মানির শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে রুইডার মার্ক, রডগো, মেহদীয়াবাদ, নিডা, কোলোন, ফোর্যহাইম, নোয়েস, পিনে বার্গ, অসনাব্রুক এবং ফ্রাইডবার্গ।

(শীর্ষ দশটি) স্থানীয় এমারত হলো যথাক্রমে হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, গ্রসগ্রাও, উইযবাদেন, ডিটসেনবাখ, রিডস্টেড, মরফিল্ডন, রুযেলসহাইম, ডামস্টেড এবং মানহাইম।

পাকিস্তানে সম্মিলিত আদায়ের দিক থেকে প্রথম লাহোর, এরপর রয়েছে রাবওয়া আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। জেলা পর্যায়ে (শীর্ষ) দশটি জেলার মধ্যে প্রথম হলো শিয়ালকোট, এরপর যথাক্রমে ইসলামাবাদ, গুজরাওয়ালা, গুজরাত, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, মিরপুর খাস, সারগোদা, কোয়েটা এবং লোধরা।উমরকোট ও মিরপুর খাস অঞ্চলে সম্প্রতি অতিবৃষ্টির কারণে বন্যাও হয়েছিল। আল্লাহ্তা'লার কৃপায় সেসব অঞ্চলের অধিবাসীরাও অনেক বড় কুরবানী করেছেন।

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে অধিক কুরবানীকারী পাকিস্তানের শহরস্থ জামা'তগুলোর বিভিন্ন এমারত হলো যথাক্রমে টাউনশিপ লাহোর, দারুয্ যিকর লাহোর, মডেল টাউন লাহোর, মোঘলপুরা লাহোর, আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, বায়তু ল ফযল ফয়সালাবাদ, আযীযাবাদ করাচি, দিল্লি গেইট লাহোর, করিমনগর ফয়সালাবাদ, এরপর দশম ও শেষ স্থানে রয়েছে করাচি সদর।

যুক্তরাজ্যের শীর্ষ পাঁচটি রিজিওনের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে বায়তুল ফুতুহ, দ্বিতীয় ইসলামাবাদ, এরপর মসজিদ ফযল, মিডল্যান্ডস এবং বায়তুল এহসান। আর সর্বমোট আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের শীর্ষ দশটি বড় জামা'তের মধ্যে প্রথমে ফার্নহাম, সাউথ চিম, ইসলামাবাদ, উস্টারপার্ক, ওয়ালসল, জিলিংহাম, মসজিদ ফযল, ইউল, অল্ডারশট সাউথ এবং পার্টনি।

সর্বমোট আদায়ের দিক থেকে (যুক্তরাজ্যের) ছোট জামা'তগুলো হচ্ছে, স্পেনভ্যালি, ক্যাথলি, নর্থ ওয়েলস, নর্থ হ্যাম্পটন এবং সোয়ানজি।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে আমেরিকার জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে মেরিল্যান্ড, লস এঞ্জেলেস, নর্থ ভার্জি নিয়া, ডেট্রয়েট, সিলিকন ভ্যালি, শিকাগো, সিয়াটল, অশকোশ, সাউথ ভার্জিনিয়া, আটলান্টা, জর্জিয়া, নর্থ জার্সি এবং ইয়র্ক।

সম্মিলিত চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার স্থানীয় এমারতগুলো হলো যথাক্রমে ভন,পিস ভিলেজ, ক্যালগেরি, ভ্যানকুভার এবং টরোন্টো।

আর্থিক কুরবানীর নিরিখে ভারতের শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে কোয়েম্বিটর , তামিলনাড়ু, কাদিয়ান, হায়দ্রাবাদ, কেরোলাই, পাথাপ্রেম, কালিকট, বেঙ্গালোর, মেলাপালেম, কলকাতা এবং ক্যারেঙ্গা।

এছাড়া কুরবানীর দিক দিয়ে শীর্ষ দশটি প্রদেশের মধ্যে প্রথম হলো কেরালা, এরপর যথাক্রমে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, জম্মু -কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, মেলবোর্ন বেরভিক, মার্সডন পার্ক, প্যানরিথ, পার্থ, প্যারামাটা, এডিলেইড ওয়েস্ট, এসিটি ক্যানবেরা এবং ব্রিসবেন লোগান ইস্ট।

অতএব এ হলো (বিভিন্ন জামা'তের) অবস্থান। আল্লাহ্ তা'লা সকল কুরবানীকারীর ধনসম্পদ ও জনবলে অশেষ কল্যাণ দান করুন। (আমীন)

যুক্তরাজ্য জামা'ত একটি নতুন ওয়েবসাইটও চালু করেছে যা যুক্তরাজ্যে আহমদীয়াতের ইতিহাস সম্পর্কিত। ইতিহাস সংকলনের এই কাজ কয়েক বছর ধরেই চলছিল। যে ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে পাশ্চাত্যে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইসলাম প্রচারের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কিত গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ

এরপর শেষের পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

দরসুল কুরআন

কুরআন মজীদের শেষ তিনটি সূরার দরস

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে উদিত প্রভাত থেকে লাভবান হওয়া এবং সূরাগুলিতে বর্ণিত দোয়া এবং নিজেদের আমল দ্বারা দাজ্জালের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার উপদেশ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণিত তফসীরের আলোকে এই সূরাগুলির মারেফাতপূর্ণ তফসীর

কতিপয় মসনুন দোয়া এবং হযরত মসীহ মওউ (আ.)-এর ইলহামী দোয়া সম্পর্কে আলোচনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-কর্তৃক প্রদত্ত দরসুল কুরআন, সময়কাল-২৯ শে রমযান, ১৪৪০ হিজরী, ইং ৪ঠা জুন, ২০১৯, মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাষ্ট্র।

"তুমি কি দেখ নাই যে, যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং জাহাজসমূকেও, যেগুলি তাঁহার আদেশে সমুদ্রে চলিতেছে? এবং তিনি আকাশকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উহা তাঁহার আদেশ ছাড়া পৃথিবীতে পড়িয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়। "

(সূরা হজ্জ, আয়াত:৬৬)

এটি আল্লাহ্ তা'লার করুনা এবং দয়া যে তিনি নভোমণ্ডলকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন। অন্যথায় মানুষ যে সব কাজ করছে এবং বিশেষ করে এই যুগে যে সব বিদ্রোহাত্মক আচরণ করছে, আল্লাহকে ভুলে বসেছে, প্রথমত: আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে শরীক তৈরী করেছে, দ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লা অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই। যদি আল্লাহ্ তা'লা চান তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ধৃত করেন, কিন্তু তিনি ছাড় দেন, তিনি ত্বরাপরায়ণ নন। তারা প্রশ্ন করে যে আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দেন না কেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি ছাড় দিই ইচ্ছে করলে শাস্তি দিতে পারি, পৃথিবীতে কাউকে থাকতে দিতাম না। কিন্তু তাঁর অযাচিত দানশীলতা গুণের কারণে তিনি তোমাদেরকে ছাড় দিচ্ছেন। আর তিনি তাড়াহুড়ো করেন না, কারণ তিনি সকল শক্তির আধার। তিনি জানেন, যখন শাস্তি দেওয়ার সময় হবে আমি তাদের ধৃত করতে পারব, আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না, আমার হাত থেকে কেউ পালাতে পারবে না। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেদিক থেকেই তোমরা দেখ আমাকে তোমাদের প্রয়োজন আছে আর এটি আমার অযাচিত দানশীলতা এবং প্রতিপালন গুণের রূপ যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করছি। আর অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারীও তিনিই। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে দাবি করতে পারে যে সে সূর্য থেকে আলোক রশ্মি আনতে পারে, কিম্বা রাত্রিকে দিবসে পরিণত করতে পারে বা দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করতে পারে বা ঝড়-ঝঞ্ঝা রুখে দিতে পারে? জাপান বা আমেরিকা বা অন্য কোন শক্তি যারা নিজেদেরকে উন্নত মনে করে, তারা নিজেদের জাগতিক উপকরণ ও সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এই ঝড় তুফান আটকাতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি চাইলে ঝড়ে গতিপথ বদলে দিতে পারেন।

ফিজি পরিদর্শনে আমরা গিয়েছিলাম, তখন সেখানে একদিন ভোরে ফজরের নামাযের পূর্বে পাকিস্তানের নাযির আলা সাহেবের ফোন আসে আর বিবিসি-তে সংবাদ প্রচার হচ্ছিল যে প্রবল সুনামী ধেয়ে আসছে যা ফিজির উপর আছড়ে পড়বে। সর্বত্র তীব্র উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছিল। আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনদের ফোন আসা আরম্ভ হল। নামাযের সময় হয়েছিল, তাই আমি বিশ্রাম কক্ষ থেকে মসজিদে এলাম। মসজিদে নামাযের পূর্বে নামাযীদেরকে আমি বললাম আমরা নামাযে সিজদায় সকলে ঝড়ের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য দোয়া করব। আমি দোয়া করব আর আপনারাও আমার সঙ্গ দিবেন। আমি দোয়া করলাম, আর আল্লাহ্ সেখানেই আমাদেরকে আশ্বস্ত করার উপকরণ সৃষ্টি করলেন। ফিরে এসে জানতে পারলাম ঝড়ের অভিমুখ অন্য দিকে সরে গিয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তার প্রদর্শন যে যেখানে জাগতিক শক্তিগুলি এই ঝড়তে আটকাতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্ যখন চান স্বীয় বান্দাদের দোয়া গ্রহণ করেন, যারা নিষ্ঠাসহকারে তাঁকে মান্য করে, তাঁর ইবাদত করে, তাঁর কথার বাধ্য হয়। আর এই দোয়ার কল্যাণে বৃষ্টিও নাযেল করেন এবং ঝড়ের গতিপথও বদলে দেন এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকেও মুক্তি দেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটিই আমি, আমার সত্তা আর এটিই আমার অস্তিত্বের নিদর্শন। কাজেই অযাচিত দানকারী, বারবার কৃপাকারী, বান্দার প্রশ্নের উত্তরদাতা এবং সকল গুণের অধিকারী আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করেন কিন্তু নাস্তিক ও মুশরিকরা তা অনুধাবন করতে পারে না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর মাধ্যমে মোমেনদেরকে বলেছেন, এই শিরক এবং নাস্তিকতার যুগে পৃথিবীকে আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে অবগত কর। আর বর্তমান যুগে মহম্মদী মসীহ্র অনুগত দাসদের কাজ হল এই কাজটিকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা।

এর পরের সূরাটি হল সূরা ফালাক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে এ সম্পর্কে বলেছেন- 'হে মুসলমানেরা! যদি তোমরা সত্য অন্তকরণে খোদা তা'লা এবং তাঁর পবিত্র রসুলের উপর ঈমান আন এবং ঐশী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাক, তবে নিশ্চিত জেনে রেখো যে সাহায্যের সময় এসেগেছে। আর এই কর্মকাণ্ড মানুষের নয়, না মানুষের কোনও পরিকল্পনা এর ভিত্তি রেখেছে। বরং সেই ভোর উদিত হয়েছে, যার সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থাবলীতে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।" খোদা তা'লা বলেন, " খোদা তা'লা অনেক প্রয়োজনের সময় তোমাদেরকে স্মরণ করেছেন।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৪)

এখন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন অবতীর্ণ হওয়া এবং তাঁর ধর্মের জন্য কাউকে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল। অতএব, এই ভোরের উদয় হল। ইমাম রাগিব তাঁর অভিধান পুস্তক মুফরাদাত-এ লেখেন, ফালাক' শব্দের একটি অর্থ সকালও হয়।

(মুফরাদাত, ইমাম রাগিব)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সঙ্গেই ভোরের উদয় হয়েছে, কিন্তু এই যুগের দাজ্জালী শক্তিসমূহের অপচেষ্টা থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় আশ্রয়ে আসার জন্য দোয়াও শিখিয়েছেন। ভোর উদিত হয়েছে, কিন্তু দাজ্জালী শক্তি তোমাদেরকে এই ভোরের আলো ও সূর্য থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে বাধা দেওয়ার চেষ্টায় রত থাকবে। কিন্তু তাদের চেষ্টা সত্ত্বেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ভোর থেকে উদিত হওয়া সেই দিন ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকবে।

আঁ হযরত (সা.), যিনি সীরাজুম মুনীরা (প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ), তাঁর জ্যোতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, শয়তানী শক্তিসমূহ আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তারা চুপ করে বসে থাকবে না। আর আজ আমরা প্রবলভাবে লক্ষ্য করছি যে এরা ছলেবলে ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আক্রমণ করছে। মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুসলমান জাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই সতর্কবাণীর প্রতি মনোযোগ দেয় না যে দেখ, ভোর উদিত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্মরণ করেছেন, এবিষয়টি ভীষণভাবে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তবুও তোমরা বুঝতে পারছ না। এখন আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ করা সত্ত্বেও যদি তোমরা মনোযোগী না হও, তবে আল্লাহ্ তা'লাও কারো পরোয়া করেন না। আর এবিষয়টির বহিঃপ্রকাশও আমরা এভাবে দেখি যে শাসন ক্ষমতা এবং অন্যান্য উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলি মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এবং মুসলমান উলেমারাও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীতায় উন্মাদ হয়ে চলেছে আর এ দিকে দেখছে না যে আল্লাহ্ তা'লা এদের উপর যে কৃপা করেছেন তা থেকে কিভাবে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া যায়। তারা নিজেদের হীন ষড়যন্ত্র দ্বারা এই সূর্যের আলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। এতে উভয় পক্ষ মিলিত আছে আর একথাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন। প্রথমত এরা দাজ্জালি শক্তি, দ্বিতীয়ত তথাকথিত আলেম সম্প্রদায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে তাঁর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমরা তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারি, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মান্য করার মাধ্যমে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারি, এছাড়া পালানোর কোন পথ নেই। আল্লাহ্ যে নেয়ামতরাজি দান করেছেন, সেগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা

নিজেদের সর্বশক্তি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানের জগতে এমন সব কীর্তি করে দেখান যেন মুসলমান জাতি আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর অনুসারীদের মাধ্যমে নিজেদের হৃত গৌরব ফিরে পায়।

আমার দোয়া হল আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জ্ঞান ও মারেফাতে উন্নতি দান করুন। আপনাদের চিন্তাধারায় বুদ্ধিদীপ্ততা এনে দিন এবং মানুষের জন্য এক কল্যাণকর সত্তায় পরিণত করুন। আমীন।

নাযারত তালিম (কাদিয়ান)এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম রিসার্চ স্কলার্স সম্মেলন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

পি.এইচ.ডি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী প্রিয় সদস্যবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু

আমি একথা জেনে ভীষণ আনন্দিত হলাম যে কাদিয়ানে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে যাতে অংশগ্রহণকারীরা পি.এইচ.ডি সম্পন্ন করেছেন বা বর্তমান করছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়োজনকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং এর শুভ পরিণাম সৃষ্টি করুন। আমীন।

এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। আমার দোয়া হল আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জ্ঞান ও মারেফাতে উন্নতি দান করুন। আপনাদের চিন্তাধারায় বুদ্ধিদীপ্ততা এনে দিন এবং মানুষের জন্য এক কল্যাণকর সত্তায় পরিণত করুন। আমীন।

এটি আল্লাহ্ তা'লার বড়ই অনুগ্রহ যে আপনারা মসীহ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক পেয়েছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'লা জামাতের উন্নতি এবং অনুসারীদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় উৎকর্ষ সাধনের মহা সুসংবাদ দান করেছেন। তিনি বলেন:

"খোদা তা'লা আমাকে বারবার এই সংবাদ জানিয়েছেন, তিনি আমাকে বহু সম্মানে বিভূষিত ককরবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার ভক্তিতে আপ্লুত করবেন। তিনি আমার অনুসণকারীদের জামাতকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদের সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসারীরা এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে, তারা স্ব-স্ব সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সবার মুখ বন্ধ করে দিবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েণ, খণ্ড-২০, পৃ: ৪০৯)

জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতায় উৎকর্ষ লাভ করার চেষ্টা করা প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, যাতে তারা এই ঐশী সুসংবাদের সত্যায়নস্থল হয়ে উঠতে পারে। নিঃসন্দেহে আপনারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছেন, কিন্তু স্মরণ রাখবেন, জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমা বলে কিছু নেই আর উন্নতির যাত্রাপথ কখনও শেষ হয় না। মানুষ সারা জীবন শিখতেই থাকে। আপনারাও নিজেদের জ্ঞান ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকুন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য দোয়াও করতে থাকুন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একবার বলেছিলেন, রেলগাড়ি কিম্বা জাহাযে বসে আমার মনে বাসনার উদ্রেক হয়, এগুলি যদি আহমদীদের তৈরী করা হত এবং এই কোম্পানিগুলির মালিক আহমদী হত।

(তারিখ আহমদীয়াত, খণ্ড-১৭, পৃ: ১০১)

তাঁর এই পুণ্যময় বাসনাটির কথা আপনারা সব সময় মাথায় রাখবেন এবং নিজেদের সর্বশক্তি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানের জগতে এমন সব কীর্তি করে দেখান যেন মুসলমান জাতি আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর অনুসারীদের মাধ্যমে নিজেদের হৃত গৌরব ফিরে পায়।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আপনাদেরকে প্রতি পদে নিজ সমর্থন দান করুন। তিনি আপনাদেরকে এমন কাজ করার তৌফিক দান করুন যা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হোন এবং আহমদীয়াতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম, খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতু মসীহ আল খামিস।

পেতে পারি। (খনিজ) তেলের সম্পদকে যদি নিজেদের আমোদ প্রমোদের ব্যবহার করতে আরম্ভ করে, নিজেদের ঘরবাড়ি, গলি-মহল্লাকে সোনার পাতায় ছেয়ে দেয় আর আল্লাহ্ তা'লার অধিকার সমূহ ও কর্তব্যাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে কিম্বা সেগুলির প্রতি যত্নবান না থাকে বা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, সঠিকভাবে প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদান না করে, তবে এই ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না। দাজ্জালের কথা শুনে এই সম্পদকে যদি একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে, তবে এর যে যুক্তিগ্রাহ্য পরিণাম হওয়া অনিবার্য ছিল, এক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি এমন অবস্থা হয়, তবে আমার আশ্রয় থেকেও তোমরা বেরিয়ে যাবে। তখন আমার আর কোন আশ্রয় থাকবে না। নিজেদের কামনা বাসনা এবং দুর্বলতার কারণে তোমরা এই সব দুষ্টদের প্রভাবের মধ্যে এসে পড়বে। প্রবৃত্তির কামনা বাসনা প্রভুত্ব করবে, আর যখন প্রবৃত্তির কামনা বাসনা প্রভুত্ব করে, তখন মানুষ এই সবের অনিষ্টের প্রভাবে এসে যায় যা মানুষের ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যায়। এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, 'যখন অযাচিত দাতা খোদা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তখন শয়তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২)

আর শয়তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলে সেটাই হবে যা শয়তান চাইবে। কাজেই আমরা এটাই দেখছি যে বর্তমান যুগে এই পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। অতএব প্রত্যেক মুসলমান ও মোমেনকে এবিষয়টি সামনে রাখা উচিত যে যদি আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতরাজির সঠিক প্রয়োগ করতে হয়, তবে সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসা আবশ্যক। এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা যে আশ্রয় রেখেছেন তার বাহুপাশে আবদ্ধ হওয়া জরুরী। যে ভোরের উদয় হয়েছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া তখনই সম্ভব হবে, যখন আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নেয়ামত রাজিকে একত্ববাদের প্রসার এবং তাকওয়ার পথে চলার জন্য ব্যবহার করবে। সম্পদকে যদি ভোগবিলাসে ব্যয় করতে আরম্ভ কর, যেমনটি আমরা অধিকাংশ ধনী মুসলমান দেশগুলিতে দেখছি, তবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, শয়তানের হাতে এসে পড়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি থেকে বঞ্চিত হবে আর আমরা দেখছি যে মুসলমানরা বঞ্চিত হচ্ছে। কিভাবে ইসলামকে দুর্বল করা যায়, মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস করা যায়, তাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা যায় সেই চেষ্টায় ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলি সকল প্রকারের দাজ্জালী কৌশল প্রয়োগ করেছে এবং করে চলেছে। এরা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, কেননা খোদা তা'লাকে দেখার দৃষ্টি তাদের অন্ধ। তারা এই চেষ্টায় রয়েছে যে ইসলামী দেশগুলি যেন কখনও উন্নতি না করে আর দুর্ভাগ্যবশত: ইসলামী দেশগুলির নিজেদের আমল এমন যে খোদা তা'লার শিক্ষা বিরুদ্ধ আচরণ এই সব বিরোধীদের প্রচেষ্টাকে সফলও করছে।

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২২)

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

আজকের দিনটি জামাত আহমদীয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক ঐতিহাসিক ও কল্যাণমণ্ডিত দিন। কেননা, আজকে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) তাঁর পঞ্চম যুক্তরাষ্ট্র সফরে রওনা হয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর ছিল ১৬-২৪ জুন ২০০৮। এর চার বছর পর ২০১২ সালে ১৬ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত সফর ছিল। এই সফরেই ২৭ শে জুন হুযুর আনোয়ার ক্যাপিটাল হলে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন।

এর পরের বছরই যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের শহর লসএঞ্জেলস সফর করেন। ৪-১৫ মে পর্যন্ত এই সফরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এরপর ২০১৮ সালে হুযুরের চতুর্থ যুক্তরাষ্ট্র সফর সম্পন্ন হয় ১৫ ই অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। এই সফরে তিনি তিন দিনের জন্য গুয়েতোমালাও গিয়েছিলেন।

আজ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পঞ্চম সফর আমেরিকার যিয়ন শহর থেকে শুরু হচ্ছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) হযরত মুফতী মহম্মদ সাদিক (রা.)কে আমেরিকা যাওয়ার নির্দেশ দেন, যিনি সেই সময় ইংল্যান্ডে মুবাল্লিগ হিসেবে সেবারত ছিলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে মুফতী সাহেব ১৯২০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ইংল্যান্ডের লিভারপুল বন্দর থেকে তিনি আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন এবং ২১ দিন যাত্রার পর ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার পেনস ল্যান্ডিং ফিলোডেলফিয়া বন্দরে অবতরণ করেন। কিন্তু তাঁকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ে বন্দী করা হয়। সেই স্থান থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি তাঁর ছিল না। ছাদে ঘোর ফেরা করার অনুমতি ছিল। সেই ঘরের দরজা দিনে দুইবার মাত্র খোলা হত। সেখানে কিছু ইউরোপিয়ানকেও নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল। হযরত মুফতি সাহেব সুযোগ পেয়ে সাথী বন্দীদেরকে তবলীগ শুরু করেন। যার ফলে দুই মাসের মধ্যে পনেরো জন কয়েদী ইসলাম গ্রহণ করে। সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন এই সংবাদ পেলেন যে মুফতি সাহেবকে বন্দী বানানো হয়েছে, তিনি তখন আমেরিকা সরকারের এই আচরণে গভীর পরিতাপ ব্যক্ত করে বলেন:

"যে আমেরিকা নিজেকে শক্তিশালী দেশ হিসেবে দাবী করে, এতদিন পর্যন্ত সে জাগতিক সাম্রাজ্যের মোকাবেলা করেছে,তাদেরকে পরাজিত করেছে। আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে দেখেনি। এখন আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করলে বুঝতে পারবে যে, কখনই সে আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। কেননা খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমেরিকা সংলগ্ন অঞ্চলে তবলীগ করব এবং সেখানকার মানুষদের মুসলমান বানিয়ে আমেরিকা পাঠাব। তাদেরকে আমেরিকা দেশে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে না। আমরা আশা করি আমেরিরকায় অবশ্যই একদিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুররসুলুল্লাহ্ ধ্বনি মুখরিত হবে।

১৯২০ সালের মে মাসে আমেরিকা সরকারের পক্ষ থেকে মুফতী সাহেবের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। যার আকস্মিক কারণ এটিই ছিল, তাদের মনে এই আশাঙ্কা দানা বেঁধেছিল যে পাছে এই ব্যক্তি সমস্ত নজরবন্দীদেরকে মুসলমান না বানিয়ে ফেলে। কাজেই, সেখানকার প্রশাসকরা তাঁকে আমেরিকা প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়ে দেয়।

হযরত মুফতী সাহেব নিউইয়র্কে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে জামাতের মিশনের সূচনা করেন। এরপর ১৯২১ সালে তিনি শিকাগো স্থানান্তরিত হয়ে আসেন। সেখানে একটি আস্ত ভবন ক্রয় করে জামাতের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৫০ সালে জামাতের কেন্দ্র শিকাগো থেকে ওয়াশিংটন স্থানান্তরিত হয়। আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সমগ্র আমেরিকার প্রত্যেকটি প্রধান শহর ও প্রদেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে ৭৪টি স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জামাতের ৫৩টি মসজিদ এবং ২৬টি মিশন হাউস রয়েছে। কিছু স্থানে বিরাট আকারের ভবন, জামাতের কেন্দ্র ও মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই সফরেও তিনটি মসজিদের উদ্বোধনের অনুষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও আরও নতুন মসজিদ এবং জামাতী সেন্টার নির্মাণের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেবকে বন্দী বানানোর পর ১৯২০ সালে বলেছিলেন,'আমেরিকা আমাদেরকে কখনও পরাজিত করতে পারবে না। আমেরিকায় একদিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুরসুলুল্লাহ্ ধ্বনি মুখরিত হবে।' আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সমগ্র আমেরিকার প্রায় প্রতিটি শহরে আহমদীরা রয়েছেন আর সেখানে মজবুত ও সক্রিয় জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আমেরিকার প্রান্তে প্রান্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুরসুলুল্লাহ্ ধ্বনি মুখরিত হচ্ছে।

হযরত আমিরুল মোমেনিন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সফর অসাধারণ বরকত ও সফলতার সমাবেশ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে এই সফরটি একটি বৈপ্লবিক সফর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে যা আঁহযরত (সা.) এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ দাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যতদ্বাণী অনুসারেই জামাত আহমদীয়া একের পর এক গন্তব্য অতিক্রম করে গগনচুম্বী সফলতা স্পর্শ করছে যার পরিণামে আল্লাহ তা'লার কৃপায় এই দেশেও জামাতের অসাধারণ উন্নতি ও বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে এবং জামাত সফলতার এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে।

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জামাত প্রতিষ্ঠার একশত বছর পূর্ণ হয়েছে আর জামাত যুক্তরাষ্ট্র শতবর্ষ পূর্তি জুবিলি উদযাপন করছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে।

জন আলেকজান্ডার ডুই এর শহর জিয়নে 'ফতেহ আযীম' মসজিদ নির্মাণও যুক্তরাষ্ট্রে শতবর্ষ জুবিলি কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হুযুরের এই সফরেই মসজিদের উদ্বোধন হবে ইনশাআল্লাহ, যেখানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হবে।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) -এর জিয়ন থেকে শুরু হওয়া সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর হাত ধরে জামাতের অসাধারণ উন্নতি ও বিজয়ের নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে চলেছে আর জামাত আহমদীয়া যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যের এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে চলেছে। আর এই ঐশী তকদীর অচিরেই প্রকাশ পাবে।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২

আঞ্চলিক নিউজ সার্ভিস-এর সাংবাদিকদেরকে দেওয়া সাক্ষাতকার

রিলিজিয়ন নিউজ সার্ভিস-এর একজন সাংবাদিক এমিলি মিলার সাহেবা হুযুরের সাক্ষাতকার গ্রহণ করতে এসেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা লক্ষাধিক। তিনি ফতে আযীম মসজিদের পৃষ্ঠভূমি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও ডক্টর ডুই-এর মাঝে হওয়া মোবাহালার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখছেন।

হুযুর আনোয়ার সাক্ষাতের জন্য সন্ধ্যা ৬টায় প্রদর্শনী হলে আসেন যেখানে সাংবাদিক এমিলি মিলার অপেক্ষারতা ছিলেন।

সাক্ষাতকারের শুরুতে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এই মসজিদের উদ্বোধনের জন্য হুযুরের এখানে আগমণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

হুযুর আনোয়অর বলেন, আমরা যেখানেই মসজিদ তৈরী করি সেখানকার জামাতই আমাকে প্রশ্ন করে যে আমরা কি সেখানে আসা সম্ভব? জার্মানী হোক বা ব্রিটেন বা অন্য কোন দেশ হোক না কেন। কোভিডের পূর্বে মসজিদের উদ্বোধনের জন্য যেতাম, কিন্তু এখানে যিয়নে একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। যেমনটি আপনারা প্রদর্শনীতেও দেখেছেন। তাই এটিও বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি।

সাধারণত আমি মসজিদের উদ্বোধন করি এবং সেখানকার জামাতের সদস্যদের সঙ্গে আমি সাক্ষাত করে থাকি। তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে নসীহত করি আর বোঝাই যে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য কি। যাতে এমন যেন না হয় যে সাময়িক উদযাপন কিম্বা বিশেষ উপলক্ষ্য হিসেবে উদযাপন করি, বরং আমাদের জীবন এবং ধর্মের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, এটিই আসল বিষয়। আর মসজিদ এই উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়। আমি আমার জামাতের সদস্যদের একথা স্মরণ করিয়ে দিই যে, কেবল মসজিদ নির্মাণ করেই আনন্দিত হলে চলবে না, বরং সত্যিকার অর্থে তাদের মধ্যে এই চেতনা থাকা উচিত যে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি। এভাবেই তাদের দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয় আর তারা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং উপলব্ধি করে যে, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ কি?

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে এই মসজিদটির নাম 'ফতেহ আযীম'। এর অর্থ কি? বিজয় কার?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যদি এই প্রদর্শনী দেখেন তবে বুঝতে পারবেন মহম্মদী মসীহ এবং তথাকথিত মসীহর মোকাবেলা

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

কিভাবে শুরু হয়েছিল। এই দোয়ার মোকাবেলা ছিল যার ঘোষণা জামাতের প্রতিষ্ঠাতা করেছিলেন। প্রথমে তিনি (আ.) ডুইকে উপদেশ দেন যে সে যেন আম্বিয়া এবং খোদার প্রেরিত পবিত্র পুরুষদের বিরুদ্ধে কদর্য ভাষা

কদর্য ভাষা ব্যবহার না করে। কিন্তু সে তাঁর বিরুদ্ধে অশোভন ভাষা ব্যবহার থেকে বিরত হয় নি। এমনকি সে একথাও বলেছে যে, সে দোয়া করবে যেন সমগ্র মুসলমান জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। এর প্রত্যুত্তরে জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেন, সমগ্র জাতিকে ধ্বংস না করে আমরা দুজন দুজনের বিরুদ্ধে দোয়া করি। এইভাবে দোয়ার মোকাবেলা শুরু হয়েছিল। আর খোদা তা'লা হযরত মসীহ মওউ (আ.) কে বলেছিলেন যে তোমার বিজয় হবে। আর এমনটিই হয়েছিল। 'ফতেহ আযীম' নামটি তাঁকে আল্লাহ তা'লা বলেছিলেন। আমরা যখন এই মসজিদটি তৈরী করি, তখন জামাত আমাকে এর নাম রাখার অনুরোধ জানায়। আমি মসজিদের জন্য কয়েকটি নাম প্রস্তাব করি, আর জামাতকে বলি যে, এমন কোনও নাম নির্বাচন করো যা আমেরিকার মানুষ সহজে উচ্চারণ করতে পারে। কিন্তু স্থানীয় জামাত পিড়াপীড়ি করে যে, 'ফতেহ আযীম' নামটি এই মসজিদের জন্য সব থেকে উপযুক্ত নাম। এরপর আমি এর অনুমোদন দিলে এর নাম 'ফতেহ আযীম' রাখা হয়।

এরপর সাংবাদিক বলেন, জামাত আহমদীয়া এবং অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি খুব সাধারণ প্রশ্ন যা প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করে। ইসলামের পয়গম্বার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে বসবে। সেই সময় মসীহ মওউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব ঘটবে যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পথ-প্রদর্শন লাভ করবেন। আমাদের বিশ্বাস, সেই ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের এও বিশ্বাস, যিনি মসীহ ও মাহদী হবেন তিনি নবী হবেন আর তাঁকে স্বয়ং রসুল করীম (সা.) নবী নামে অভিহিত করেছেন। এটিই মূল পার্থক্য যা আহমদীয়া জামাত এবং অন্যান্য জামাতের মধ্যে সংঘাতের কারণ হয়। অ-আহমদী মুসলমানদের দাবি হল, এমন ব্যক্তির আবির্ভাব এখন ঘটবে আর তারা বলে, যে মসীহর আগমণের কথা তিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন, কিন্তু আমরা বলি মসীহ খোদার নবী ছিলেন যিনি পৃথিবীতে ১২০ বছর জীবিত ছিলেন অতঃপর তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আকাশে কোন ব্যক্তি দুই হাজার বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, মসীহ (আ.) অত্যন্ত খোদাভীরু মানুষ এবং খোদার নবী ছিলেন যিনি খোদার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বকে সম্পূর্ণভাবে পালন করেছেন। আর অন্যান্য মুসলমানেরা বলে, মসীহ (আ.) আকাশে জীবিত আছেন এবং কোন এক সময় তিনি নেমে আসবেন। খৃষ্টানদেরও এই একই বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস, নবী করীম (সা.) এবং কুরআন করীমের পক্ষ থেকে তাঁর আগমণের বিষয়ে যে লক্ষণাবলীর কথা বলা হয়েছে সেগুলি সবই পূর্ণ হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ও প্রাচুর্য হবে। যেরূপ আমরা বর্তমান যুগে লক্ষ্য করছি, এখন আর কেউই এখন যাতায়াতের জন্য উঁট বা ঘোড়া ব্যবহার করে না। বরং দ্রুতগামী ট্রেন, বাস, গাড়ি, সামুদ্রিক জাহাজ ও বিমান এর স্থান দখল করেছে। এছাড়াও রয়েছে কিছু অপার্থিব নিদর্শন। যেমন রমযান মাসের নির্দিষ্ট তারিখে চাঁদ ও সূর্যের গ্রহণ লাগবে আর এই নিদর্শনও আজ থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে পূর্ণ হয়েছে আর সেই সময় দাবীদারও বিদ্যমান ছিল। অতএব এই সমস্ত নিদর্শনই পূর্ণ হয়েছে। আর আমাদের বিশ্বাস তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী। এই বিষয়গুলিই অন্যান্য মুসলমান আর আমাদের মধ্যে সংঘাতের কারণ।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের কুরআন করীমের ব্যাখ্যা কি অন্যদের ব্যাখ্যার থেকে ভিন্ন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সমগ্র কুরআনের নয়, তবে কিছু কিছু আয়াতের ভিন্ন। কিন্তু আমরা বলি, যৌক্তিক দলিল না দিয়ে কুরআন করীমের কোন আয়াতের ব্যখ্যা করা যেতে পারে না। কুরআন করীমের কোন আয়াতের তফসীর বা ব্যাখ্যা করতে হলে তার পিছনে যুক্তি ও দলিল থাকে। যেমন- অন্যান্য মুসলমানেরা বলে, নিঃসন্দেহে কুরআন করীম রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) শেষ নবী আখ্যায়িত করেছে। অতএব অন্য কোন নবী আসতে পারে না। কিন্তু আমরা বলি, কুরআন করীম মহানবী (সা.) কে নবীগণের মোহর আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ নবী আসতে পারে, কিন্তু রসুল করীম (সা.)-এর মোহরের সত্যায়ন থাকতে হবে, কোন নতুন শরীয়ত বা নতুন কিতাব নাযেল হবে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে খোদা কাউকে ইচ্ছা পাঠাতে পারেন। আমরা খোদা তা'লার গুণাবলীকে সীমাবদ্ধ করতে পারি না। এমনই কিছু বিশেষ বিশেষ আয়াত রয়েছে যেগুলির তফসীরে পার্থক্য পাওয়া যায়, নচেত আমরাও একথার উপর বিশ্বাস রাখি যে, রসূল করীম (সা.) খাতামান্নাবীঈন। তারা খাতামের এই অর্থ করে যে, এখন এর পর আর কোন নবী আসতে পারে না। কিন্তু আমরা বলি, খাতামের অর্থ হল মোহর আর রসুল করীম (সা.)-এর মোহর নিয়ে নবী আসতে পারে।

সাংবাদিক বলেন, আপনি কিভাবে খলীফা হয়েছিলেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাকে বৈঠকে নির্বাচনের মাধ্যমে খলীফা বানানো হয়েছিল।

সাংবাদিক বলেন: এই সম্পর্কে আপনি একটু বিস্তারিত বলবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন খলীফার মৃত্যুর পর সারা পৃথিবী থেকে নির্বাচন বৈঠকের সদস্যরা একত্রিত হয়ে নিজেদের ভোট দান করেন। ঠিক সেইভাবে যেভাবে পোপের নির্বাচন হয়। রুদ্ধ দ্বারে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেখানে ভোটদান পর্বের সময় সকলেরই ভোটাধিকার থাকে। খিলাফতের জন্য নাম উপস্থাপন করা হয় আর যার সব থেকে বেশি ভোট হয় তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। কিন্তু আপনি খিলাফতের জন্য নিজের নাম উপস্থাপন করতে পারবেন না। একজন নাম প্রস্তাব করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সমর্থন করে। কোন প্রকারের তর্ক-বিতর্ক সেখানে হয় না। কেউ এমন মতামতও ব্যক্ত করতে পারে না যে, আপনি অমুককে ভোট দিন বা অমুককে ভোট দিবেন না। এইভাবে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুষ্ঠ, সুচারু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে আর যে সব থেকে বেশি ভোট পায় তাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন। এই সফরগুলির উদ্দেশ্য কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি জামাতের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এবং জামাতগুলিকে নিরীক্ষণ করতে বিভিন্ন দেশের সফরে যাই। কিন্তু আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য রাজনীতিক বা নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করা নয়। কিন্তু এই সফরকালে যদি কোন রাজনীতিক সাক্ষাতের জন্য চলে আসেন বা স্থানীয় জামাতের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকে আর কোন কোন সময় অনুষ্ঠানে রাজনীতিকবর্গ এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনার খিলাফতকালে কি উগ্রবাদ খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে? এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি নিজের খিলাফতকালকে পূর্বের খলীফাদের খিলাফতের সঙ্গে কিভাবে তুলনা করবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পূর্বের সমস্ত খলীফাই এই কাজই করে এসেছেন। আমাদেরকে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-স্লোগানটি তৃতীয় খলীফা দিয়েছিলেন। অনেক সময় পৃথিবীর বিশেষ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিশেষ কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর শান্তি পরিস্থিতি সামনে রেখে আমি শান্তির উপর জোর দিচ্ছি। অন্যথায় জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা, যাকে আমরা মসীহ মাহদী এবং মাহদী মাহুদ বলে বিশ্বাস করি, তিনি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভুত হয়েছিলেন। এক, মানবজাতিকে স্রষ্টার কাছে নিয়ে আসা এবং দ্বিতীয়ত নিজের উপর অর্পিত অপরের অধিকার প্রদান করার চেতনা তৈরী করা এবং সমাজে শান্তি, ভালবাসা এবং সমন্বয় তৈরী করা। তাই তাঁর আগমণের দুটিই উদ্দেশ্য ছিল আর তাঁর সমস্ত খলীফাই সেই লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন হয়তো আমি কিছু অন্যান্য বিষয়ে আরও জোর দিব। আর এমনিতেই আমি কেবল এই বিষয়টি নিয়েই কথা বলি না, আরও অনেক সমস্যাবলী রয়েছে যেগুলি আমার দৃষ্টিতে রয়েছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি মনে করেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষের মধ্যে যদি চেতনা সৃষ্টি না হয়, তবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আর তখনই বিশ্বের নেতাবর্গের এবং সাধারণ মানুষের জ্ঞান ফিরবে।

এরপর সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি এখনই বললেন যে, খলীফা পোপের মত নির্বাচিত হয়ে থাকে, তবে যে ক্যাথলিক চার্চ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 1 Dec, 2022 Issue No. 48

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ও সমকামিতা ইত্যাদি বিষয়ে নিজের মধ্যে আধুনিক যুগোপযোগী সংশোধন নিয়ে আসছে, খলীফা হিসেবে আপনারও কি এই ধরণের চিন্তাভাবনা রয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি কেবল ইসলামী শিক্ষারই অনুসরণ করব। আমাদের বিশ্বাস, কুরআন করীম শেষ (ঐশী) গ্রন্থ আর এতে পারিবারিক বিষয় থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত, প্রত্যেকটি সম্পর্কের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। অতএব আমাদের কোন জিনিস পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। আর যতদূর পোপের সম্পর্ক, তিনি কখনও একথা বলেন নি যে, সমকামিতা বৈধ। কেননা, বাইবেলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমকামিতা অবৈধ ক্রিয়া। বাইবেলে লূত জাতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে যে, তাদেরকে নিজেদের দুষ্কর্মের কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। আমার মতে এটি মুষ্টিমেয় লোকের সমস্যা যা প্রচার করার প্রয়োজনই বা কি? এই কারণে এ নিয়ে আইন প্রনয়ণ করার প্রয়োজন কি? যতদূর জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, প্রয়োজনে ইসলাম এর অনুমতি দেয়। ইসলাম মহিলাদেরকে তাদের বৈধ অধিকার প্রদান করে। তাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করে। তাদেরকে 'খোলা' নেওয়ার অধিকার দেয়। এছাড়াও অন্যান্য অধিকারও রয়েছে। আমাদের ধর্মে প্রথম থেকেই আধুনিকতা আছে, এতে আরও আধুনিকতা নিয়ে আসার প্রয়োজন কি?

সাংবাদিক বলেন, আপনি কি নিজেকে নারীবাদি হিসেবে দাবী করেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: নারী হোক বা পুরুষ, বৃদ্ধ হোক বা যুবক- আমরা তো প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য অধিকারই প্রদান করি। নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। না আমরা নারীবাদি আর না আমরা নারীদের অধিকার আত্মসাৎকারী।

এরা ক্রমশ অত্যাচারের দিকে এগোতে থাকবে। একটি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান হলে সঙ্গে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চাইলে ক্ষমাও করা যেতে পারে, কিন্তু তারা ক্ষমা করবে যারা নিহতের উত্তরাধিকার। প্রতিদান স্বরূপ কিছু দিয়ে ক্ষমালাভ করে নেয় আর অনেকে আবার বিনা প্রতিদানেই ক্ষমালাভ করে নেয়। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অপরাধ হ্রাস করা।

একবার এক ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে দেয়। মুকদ্দমা মহানবী (সা.)-এর কাছে আদালতে পেশ হলে তিনি (সা.) নিহতের আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা কি একে ক্ষমা করবে? তারা উত্তর দিল, না, একে হত্যা করা হোক। তাকে যখন হত্যা স্থলে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন আঁ হযরত (সা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা উত্তর দিল, না, এ আমাদের আত্মীয়ের হত্যাকারী। মৃত্যুই এর শাস্তি হোক। নবী করীম (সা.) তৃতীয় বার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা (ক্ষমা করতে) অস্বীকার করায় সে শাস্তি পেল। মহাবী (সা.) বললেন, যদি এরা ক্ষমা করত, তবে এর নিজের পাপও তার মাথায় এসে পড়ত আর নিহতের পাপও তার মাথায় এসে পড়ত। ইসলামে ক্ষমা করার এবং শাস্তি দেওয়া- উভয়ের নির্দেশই রয়েছে। এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারেন যার ঈমান হবে সুদৃঢ়।

একমাত্র তাঁর দয়ার ফলেই আপনাদের সন্তানেরা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি আপনাদের স্বামীকে সকল অপকর্ম থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। যদি আহমদী নারীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়, তাহলে তারা ইনশাআল্লাহ্ অসাধারণ পবির্তন আনতে পারে। তাদের ঘরেও পারবে, তাদের শহরেও পারবে, এবং তাদের জাতি ও সারা বিশ্বে এক বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এমন মানুষে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য দিন যারা নিজেদের মাঝে অসাধারণ বিপ্লব সাধন করবে এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এটি বলতে পারে যে, আহমদী মা এবং মেয়েরা আজকের যুগে তাদেরকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে সত্যিকার আধ্যাত্মিক পথে রাখতে অসাধারণ ভুমিকা পালন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এমনটি করার সৌভাগ্য দিন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ লাজনা ইমাইল্লাহ্কে সকল অর্থে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আপনারা এখন আমার সাথে দোয়ায় যোগ দিন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) ভাষণের পর ১.২৬ মিনিটে হুযূর দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ার পর হুযূরের খিদমতে উর্দু এবং আফ্রিকান ভাষায় তারানা উপস্থাপন করা হয়। হুযূর (আই.) বেলা ১.৩২ মিনিটে সকলের উদ্দেশ্যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলে ইজতেমা গাহ থেকে প্রস্থান করেন।

খুতবার শেষাংশ.....

আপলোড করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে (আহমদীয়াতের) ইতিহাসের সূচনা ১৯১৩ সালে হয়েছে বলে মনে করা হয়,যখন চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিয়াল সাহেব এখানে এসেছিলেন। যদিও হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে তাঁর মুজাদ্দেদ হওয়ার দাবি করার সময়ই পৌঁছে গিয়েছিল। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন (মানুষের কাছে) অকাট্যভাবে সত্য প্রমাণ করার লক্ষ্যে একটি পত্র এবং একটি ইংরেজি বিজ্ঞাপন আট সহস্র কপি ছাপিয়ে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ডে অবস্থানকারী বিখ্যাত ও সম্মানিত পাদরি সাহেবান, অধিকন্তু বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছে, যেখানে যেখানে সে যুগে এ সংবাদ পৌঁছানো সম্ভব ছিল তা প্রেরণ করেন। এর একটি উদাহরণ হলো, যুক্তরাজ্যে চার্লস ব্রেডল নামের একজন নাস্তিক রাজনীতিবিদ ছিল, সে ১৮৮৫ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সংবাদ লাভ করেছিল। এখানকার একটি সংবাদপত্র 'কর কন্সটিটিউশন' তাদের ৮ই জুন ১৮৮৫ সালের সংখ্যায় এর উল্লেখ করেছিল। একইভাবে 'দি থিওসফিস্ট সোসাইটির একজন প্রতিষ্ঠাতা হেনরি স্টিল অলকটও ১৮৮৬ সালে তাঁর দাবির সংবাদ বা বার্তা পেয়েছিলেন। তিনি তার সংবাদপত্র দি থিওসফিস্ট-এর ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় এর উল্লেখ করেছিলেন।

এই ওয়েবসাইটে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র যুগের একটি টাইমলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে পাশ্চাত্যে সত্যের বাণী সম্পর্কিত সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া 'পাইওনিয়ার মিশনারিজ' শিরোনামে আরেকটি টাইমলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে যার অধীনে জামা'তের প্রাথমিক যুগের মুবাল্লেগ, যাদের মাঝে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণও রয়েছেন, তাঁদের পরিচয় এবং যুক্তরাজ্যে তাঁদের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে পাদরি পিগট সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত একটি বিশদ গবেষণা সকল তথ্য-উপাত্তসহ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ইতিহাসভিত্তিক অন্যান্য গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে যা নবপ্রজন্মের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করবে যে, তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের এসব দেশে আগমনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল। এই ওয়েবসাইটের ঠিকানা হলো history.ahmadiyya.uk। এর আনুষ্ঠানিক যাত্রাও আজ থেকে শুরু হবে। যদিও আগে থেকেই চালু আছে, কিন্তু আজ তারা যথারীতি এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করাতে চাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এটি আমাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও কল্যাণকর (প্রমাণিত) হোক।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir